শব্দের নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব : ন্যায়, মীমাংসা ও ব্যাকরণদর্শন সম্মত একটি সমীক্ষা

(যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বিভাগের অধীনে সংস্কৃত বিষয়ে পিএইচ. ডি. উপাধি প্রাপ্তির জন্য উপস্থাপিত গবেষণা অভিসন্দর্ভের সংক্ষিপ্তসার)

(Synopsis)

গবেষক

গঙ্গা দাস

রেজিস্ট্রেশন নং : A00SA1201318

শিক্ষাবর্ষ : ২০১৮-১৯

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক অশোক কুমার মাহাত

সংস্কৃত বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সংস্কৃত বিভাগ (কলা)

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা – ৭০০ ০৩২

২০২৫

Śabder Nityatva O Anityatva: Nyāya, Mīmāṃsā O Vyākaraṇa Sammata Ekṭi Samīkṣā

(Synopsis)

A Synopsis submitted to Faculty of Arts, Jadavpur University
in partial fulfilment for the Award of the Degree of
DOCTOR OF PHILOSOPHY
in Sanskrit

By
Ms. Ganga Das
Registration No.: A00SA1201318
Session: 2018-2019

Under the Supervision of
Prof. Ashok Kumar Mahata
Professor, Department of Sanskrit, Jadavpur University

Department of Sanskrit
Jadavpur University
2025

সূচীপত্র

বিষয়	**পত্রাঙ্ক**
শিরোনাম :	১-২
সূচীপত্র :	৩
শব্দসংকেত :	৪-৫
প্রথম অধ্যায় : ভূমিকা	৬-১২
দ্বিতীয় অধ্যায় : ন্যায়দর্শনের নিরিখে শব্দের নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব বিচার	১৩-১৯
তৃতীয় অধ্যায় : মীমাংসা দর্শনে শব্দের নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব বিচার	২০-২৫
চতুর্থ অধ্যায় : বৈয়াকরণ মতানুযায়ী শব্দের নিত্যত্বানিত্যত্ব বিচার	২৬-৩১
পঞ্চম অধ্যায় : শব্দের নিত্যত্বানিত্যত্ব বিষয়ে তুলনামূলক আলোচনা	৩১-৩৬
ষষ্ঠ অধ্যায় : উপসংহার	৩৭-৪০
গ্রন্থপঞ্জি	৪১-৪৪

শব্দসংকেত

অথর্ব. সং. – অথর্ববেদ-সংহিতা

উ.- উল্লাস

ঋ. ভা. ভূ. – ঋগ্বেদভাষ্যভূমিকা

ঋ. সং. – ঋক্‌সংহিতা

কণা. সূ.- কণাদসূত্র

কা.-কারিকা

কাব্যা. - কাব্যাদর্শ

কাব্য. - কাব্যপ্রকাশ

কৌ. অর্থ. – কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র

তাণ্ড্য. ব্রা. – তাণ্ড্যব্রাহ্মণ

তৈ. ব্রা. – তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণ

তৈ. সং. – তৈত্তিরীয়-সংহিতা

তন্ত্রা.- তন্ত্রালোক

তর্ক.- তর্কসংগ্রহ

নি.– নিরুক্ত

ন্যা. সূ. – ন্যায়সূত্র

ন্যা. সূ. ভা.- ন্যায়সূত্রভাষ্য

ন্যা. সূ. বা. – ন্যায়সূত্রবার্ত্তিক

পরম. ল. ম.- পরমলঘুমঞ্জূষা

পরি.-পরিচ্ছেদ

পা. সূ. – পাণিনি-সূত্র

বা. প. – বাক্যপদীয়

বা. সং. – বাজসনেয়ি-সংহিতা

ব্যা. মহা. ভা. – ব্যাকরণ-মহাভাষ্য

বে. সূ. – বেদান্তসূত্র

বৈ. ভূ. সা. – বৈয়াকরণ-ভূষণসার

ভা. প. কা. – ভাষাপরিচ্ছেদকারিকা

মহা. ভা. প্র.- মহাভাষ্যপ্রদীপ

মী. সূ.– মীমাংসা-সূত্র

মৈ. সং. – মৈত্রায়ণী-সংহিতা

লঘু. - লঘুমঞ্জূষা

শা. ভা. – শাবরভাষ্য

শ্লো.- শ্লোক

শ্লো. বা. – শ্লোকবার্ত্তিক

সা. সূ. – সাংখ্যসূত্র

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

উচ্চারিত হলে রাম, মরা, কপি, পিক প্রভৃতি শব্দ থেকে একই প্রকার অর্থের বোধ হয় না। সংস্কারকে স্বীকার করলে শব্দ গৌণ হয়ে যায়। অর্থ উত্পাদনের বিষয়ে সংস্কার মুখ্য নয়, শব্দই মুখ্য। বর্ণগুলি শব্দ হিসাবে ধরে নিলে বর্ণাত্মক শব্দের সমুদায়ে বাক্য তৈরি করা সম্ভব। মীমাংসকগণ বর্ণ ও ধ্বনি ভেদে শব্দকে দুভাগে ভাগ করেছেন। কণ্ঠ, তালু প্রভৃতির সঙ্গে অভিঘাত সংযোগের ফলে 'ক' কার প্রভৃতি যে সব শব্দ উচ্চারিত হয় সেগুলি বর্ণ এবং শঙ্খ, ঘণ্টা প্রভৃতির শব্দ হল ধ্বনি। মীমাংসকরা স্ফোটকে অস্বীকার করেছেন। তাঁরা বলেন বর্ণের অতিরিক্ত বাচকতা কল্পনা তখনই করা যায়, যখন বর্ণাত্মক শব্দের বাচকতা থাকেনা। এছাড়া স্ফোটের কোনও প্রসিদ্ধি নেই। অনেকে আপত্তি করেন যে, শব্দ প্রত্যক্ষের বিষয় হয়েও নিরবয়ব। মীমাংসকমতে আকাশেরও প্রত্যক্ষ হয় কিন্তু আকাশ নিরবয়ব। মহাকবি কালিদাস অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকের নান্দী শ্লোকে আকাশের প্রত্যক্ষযোগ্যতা স্বীকার করেছেন। তাই বর্ণ যদি অবয়বহীনও হয় তবুও তার প্রত্যক্ষ হতে কোনো বাধা থাকেনা। বর্ণসমূহই যে অর্থজ্ঞানের হেতু, এ বিষয়ে লোকব্যবহারই প্রমাণ।

ন্যায়মতে, দৃষ্টার্থ ও অদৃষ্টার্থ ভেদে শব্দ প্রমাণ দ্বিবিধ। ইহলোকে যে অর্থ দৃশ্যমান তা হল দৃষ্টার্থ, আর পরলোকে যে অর্থ প্রতীত হয় তা হল অদৃষ্টার্থ। লৌকিক আপ্ত ব্যক্তির দৃষ্টার্থ শব্দ যে শব্দ প্রমাণ তা সকলেই স্বীকার করে থাকেন। নাস্তিক সম্প্রদায় কেবল দৃষ্টার্থ আপ্তবাক্যকে শব্দপ্রমাণ বলে স্বীকার করলেও আস্তিক সম্প্রদায় অদৃষ্টার্থ বেদাদি শাস্ত্ররূপ আপ্তবাক্যকেই শব্দপ্রমাণ বলে স্বীকার করেন। প্রাচীনমতে আপ্তবাক্যই শব্দপ্রমাণ, জ্ঞায়মান বাক্যরূপ শব্দই শাব্দবোধের করণ। নব্যনৈয়ায়িকগণ 'আপ্তোপদেশ' এর অর্থকে অন্যভাবে প্রকাশ করেছেন। তাঁদের মতে আপ্ত অর্থাত্ যথার্থ, উপদেশ অর্থাত্ শাব্দবোধ যা থেকে হয়

তাই হল আপ্তোপদেশ। অতএব যথার্থ শাব্দবোধের করণই আপ্তোপদেশ। ন্যায়মতে শব্দ হল স্বতন্ত্র একটি প্রমাণ। এই শব্দ গুণপদার্থের অন্তর্গত। শব্দ কেবল আকাশেই থাকে। অপরের কাছ থেকে অন্য বাক্য শুনে আমাদের আকাশস্থ শব্দের শ্রাবণ প্রত্যক্ষ হয়ে থাকে। ন্যায়মতে শব্দমাত্রই অনিত্য, ক্ষণিক, অব্যাপ্যবৃত্তি এবং শব্দ হল আকাশের বিশেষ গুণ। তাঁরা মনে করেন, 'অ' কার প্রভৃতি প্রত্যেকটি বর্ণ প্রথমে উত্পন্ন হয় এবং পরে বিনষ্ট হয়ে যায়। উচ্চারণের প্রযত্নবশতঃ প্রথমক্ষণে 'অ' কার প্রভৃতি বর্ণ উত্পন্ন হয়, দ্বিতীয় ক্ষণে স্থিতি এবং তৃতীয় ক্ষণে বিনষ্ট হয়। জ্ঞায়মান শব্দকে যাঁরা শাব্দবোধের কারণরূপে স্বীকার করেছেন, সেইসব প্রাচীন নৈয়ায়িকগণের কোনও কোনও সম্প্রদায় মনে করেন, শব্দ কেবলমাত্র তিনক্ষণ স্থায়ী। চতুর্থ ক্ষণ উপস্থিত হলে শব্দের বিনষ্টীকরণ হয়ে থাকে। এইভাবে উত্পত্তি ও বিনাশশীল বর্ণসমূহই পদ এবং পদসমূদায় বাক্য। ন্যায়বৈশেষিক মতে বর্ণগুলি ক্ষণিক হওয়ায় এবং দ্বিতীয় বর্ণের স্থিতিকালে প্রথম বর্ণ, তৃতীয় বর্ণের স্থিতিকালে দ্বিতীয় বর্ণ, চতুর্থ বর্ণের স্থিতিকালে তৃতীয় বর্ণ বিনষ্ট হওয়ায় ঘট শব্দের অন্তিম 'অ' কারের স্থিতিকালে পূর্ববর্তী তিনটি বর্ণই বিনষ্ট হয়ে যায়। অতএব একক্ষণে চারটি বর্ণের যুগপত্ স্থিতি অসম্ভব হওয়ায়, চারটি বর্ণের প্রত্যক্ষ সম্ভব নয়। তাই বলা যেতে পারে বর্ণগুলির ক্রমিক প্রত্যক্ষ থেকে আত্মাতে ক্রমিক সংস্কার উত্পন্ন হয়। প্রত্যক্ষজনিত সংস্কারের সঙ্গে অন্তিম বর্ণের জ্ঞানটি উদ্বোধকরূপে সমস্ত বর্ণবিষয়ক একটি স্মৃতি উত্পন্ন করে। এভাবেই পদস্মৃতি থেকে পদার্থের স্মৃতি জন্মায় এবং শাব্দবোধ সৃষ্টি হয়ে থাকে।

গবেষণার বিষয় নির্ধারণ (Selection of the Topic)

ভারতবর্ষে ঋগ্বৈদিক যুগ থেকেই শব্দের আলোচনা শুরু হয়েছে। ন্যায়দর্শন তথা ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায় এবং ব্যাকরণে শব্দ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে। আপ্ত ব্যক্তির বাক্যই যে শব্দ সেই জ্ঞান আমরা ন্যায়দর্শন থেকে লাভ করে থাকি। মীমাংসকগণ বর্ণাত্মক শব্দকে স্বীকার করেছেন। ব্যাকরণের অন্যতম আলোচ্য বিষয় হল শব্দতত্ত্ব। অর্থই হল শব্দের

স্বরূপ। এই শব্দ কথাটি শব্দবাচ্য অর্থের অভিধায়ক। এই শব্দসম্পর্কে আলোচনাকালে শব্দের নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব প্রসঙ্গ উপস্থাপিত হয়। ন্যায়দর্শন, মীমাংসাদর্শন তথা ব্যাকরণে পৃথক পৃথক ভাবে শব্দের নিত্যত্ব ও অনিত্যত্বের বিষয়টি আলোচিত হলেও কোথাও এ বিষয়ে সমীক্ষাত্মক আলোচনা বিশেষভাবে পাওয়া যায়নি। তাই এই বিষয়ে গবেষণা করার প্রয়াস করা হল।

গবেষণা-সন্দর্ভের প্রকল্প ও সম্ভাব্য অধ্যায় বিভাজন :

শব্দের নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব : ন্যায়, মীমাংসা ও ব্যাকরণদর্শন সম্মত একটি সমীক্ষা' নামক গবেষণা সন্দর্ভের মধ্যে ভূমিকা ও উপসংহার সমেত মোট ছয়টি অধ্যায় রাখা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায় অর্থাৎ ভূমিকা অংশে আলোচনার সূত্রপাত হিসাবে শব্দের স্বরূপ, বিভিন্ন দর্শনে শব্দের নিরূপণ কিভাবে হয়েছে তা তুলে ধরা হবে।

গবেষণাসন্দর্ভের দ্বিতীয় অধ্যায়ের নামকরণ করা হয়েছে 'ন্যায়দর্শনের নিরিখে শব্দের নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব বিচার'। এই অধ্যায়ে নৈয়ায়িকরা শব্দের নিত্যত্ব ও অনিত্যত্বের বিষয়টি কিভাবে উপস্থাপন করেছেন তা সূচিত করা হবে। উত্পত্তিমত্ব হেতু, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্ব হেতু ও সুখ দুঃখাদির ন্যায়ব্যবহার হেতু – এই তিনটি হেতুর কারণে যে শব্দ অনিত্য তা এই অধ্যায়ে বলা হবে।

গবেষণাসন্দর্ভের তৃতীয় অধ্যায়ের নামকরণ করা হয়েছে 'মীমাংসা দর্শনে শব্দের নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব বিচার'। এই অধ্যায়ে কিভাবে মীমাংসকরা শব্দকে নিত্য প্রমাণ করতে গিয়ে বিভিন্ন সূত্রের অবতারণা করেছেন তা ফুটিয়ে তোলা হবে। পূর্বপক্ষ উপস্থাপিত করে সেগুলিকে খণ্ডনের মাধ্যমে নিজেদের যুক্তিগুলিকে তুলে ধরার মাধ্যমে শব্দের নিত্যত্ব প্রতিষ্ঠা করাই ছিল মীমাংসা দার্শনিকদের মূল উদ্দেশ্য। এই বিষয়টিই এই অধ্যায়ে উপস্থাপন করা হবে।

আলোচ্য গবেষণাসন্দর্ভের চতুর্থ অধ্যায় হল 'বৈয়াকরণ মতানুযায়ী শব্দের নিত্যত্বানিত্যত্ব বিচার'। এখানে মূলত তিনটি গ্রন্থের আলোচনা তুলে ধরা হবে।মহাভাষ্য, বাক্যপদীয়,

পরমলঘুমঞ্জুষা এই তিনটি গ্রন্থকে আধার করে শব্দের নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব বিষয়ে এই অধ্যায়ে আলোকপাত করা হবে। মূলত অধ্যায়টি ব্যাকরণনির্ভর হওয়ায় এখানে ব্যাকরণগ্রন্থগুলিকে প্রাধান্য দেওয়া হবে।

গবেষণাসন্দর্ভের পঞ্চম অধ্যায়ের নামকরণ করা হয়েছে 'শব্দের নিত্যত্বানিত্যত্ব বিষয়ে তুলনামূলক আলোচনা'। এই অধ্যায়ে পূর্ববর্তী তিনটি অধ্যায়ের বিষয়বস্তুর গুণগত দিকগুলি তুলে ধরা হবে। প্রতিটি অধ্যায়ের বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ করা হবে।এছাড়াও শব্দের নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব প্রসঙ্গে অন্যান্য দার্শনিকরা বা আলংকারিকরা যে মতামতগুলি উল্লেখ করেছেন সেগুলিকেও উপস্থাপন করা হবে।

পরিশেষে ষষ্ঠ অধ্যায় অর্থাৎ উপসংহার অংশে প্রতিটি অধ্যায়ের সংক্ষিপ্তসার ও বর্তমান গবেষণার নতুন দিক উন্মোচন ও পরবর্তী গবেষণার সম্ভাব্য দিশা উপস্থাপনের মাধ্যমে গবেষণাসন্দর্ভের পরিসমাপ্তি হবে।

সাহিত্য পর্যালোচনা (Literature Review)

'শব্দের নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব: ন্যায়, মীমাংসা ও ব্যাকরণদর্শন সম্মত একটি সমীক্ষা' নামক গবেষণসন্দর্ভটিতে শব্দের নিত্যতা ও অনিত্যতা বিষয়ক আলোচনার ক্ষেত্রে বিশেষ যে গ্রন্থটি সন্দেহ নিরসনে সহায়তা করে তা হল পণ্ডিত শ্রীভূতনাথ সপ্ততীর্থ অনূদিত ও সম্পাদিত মীমাংসা দর্শন গ্রন্থটি। মীমাংসা দর্শন সম্পর্কে বহু গ্রন্থ উপলব্ধ হলেও এই গ্রন্থটি একটি বিশেষ গ্রন্থ। নিম্নে গ্রন্থটির সাহিত্য পর্যালোচনা করা হল –

প্রথমে বইটির শিরোনামের দিকে তাকালে দেখা যাবে বইটির শীর্ষদেশে লিখিত রয়েছে 'মীমাংসা দর্শনম্'। গ্রন্থটি দুটি খণ্ডে বিভক্ত। গ্রন্থটিতে দর্শনের বিভিন্ন দিকগুলিকে তিনি তুলনা করেছেন। যথাযথভাবে অন্য গ্রন্থকারদের মতো তিনি নিয়মমাফিক প্রকাশকের নাম, প্রকাশনা স্থান, সংস্করণ এবং মুদ্রণে কে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন তা তিনি উল্লেখ করেছেন।

গ্রন্থটির ভূমিকা অংশে তিনি শ্রীগুরু শ্রীপাদপদ্ম উল্লেখের মাধ্যমে গুরুর উদ্দেশ্যে প্রণাম অর্পণ করেছেন। প্রত্যেকটি বই-এর সূচীপত্র একজন পাঠককে যেমন আগ্রহী করে তোলে ঠিক তেমনই এই বইটির সূচীপত্রও অত্যন্ত আকর্ষণীয়। গ্রন্থটিকে তিনি প্রথমে কয়েকটি অধ্যায়ে বিভক্ত করে, অধ্যায়গুলিকে পুনরায় পাদে ভাগ করেছেন। মীমাংসা দর্শনের সূত্রগুলিকে তিনি বেশ কয়েকটি অধিকরণের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। অধিকরণগুলির ব্যাখ্যাকালে বিষয়বস্তুর উল্লেখ পাঠককে মীমাংসা দর্শনের যে কোন বিষয়ের অন্বেষণে বিশেষ সহায়তা করে।

মুখবন্ধ অংশে পণ্ডিত ভূতনাথ মহাশয় মীমাংসার দর্শনত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন। মীমাংসা দর্শনের রচয়িতা জৈমিনি সম্পর্কে তথ্য প্রদান করেন যা গ্রন্থটিকে একটি বিশেষত্ব প্রদান করে। এছাড়াও তিনি মহর্ষি জৈমিনির পূর্ববর্তী আচার্যদের নামের উল্লেখ করেছেন যা বিশেষভাবে পাঠককুলকে সমৃদ্ধ করে।গ্রন্থটির সম্পাদনাতে শ্লোকবার্ত্তিক, তন্ত্রবার্ত্তিক, টুপ্‌টীকা, শাস্ত্রদীপিকা, ভাট্‌দীপিকা প্রভৃতি যে বিশেষ সহায়তা করেছে তা উল্লেখ করে তিনি গ্রন্থগুলির প্রতি কৃতজ্ঞতা নিবেদন করেছেন।

গবেষণার অবকাশ (Research Gap) :

সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে শব্দের নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব প্রসঙ্গে অনেক পৃথক পৃথক আলোচনা পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। শব্দার্থসম্বন্ধ সমীক্ষা, শব্দতত্ত্ব এই ধরণের প্রকরণ গ্রন্থগুলিতে এই বিষয়ে আলোচনা ইতিপূর্বেই প্রকাশিত হয়েছে। মীমাংসাদর্শন, ন্যায়দর্শন বা বাক্যপদীয় ও মহাভাষ্য গ্রন্থেও পৃথকভাবে আলোচনা সম্পাদিত হয়েছে। কিন্তু শব্দের নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব প্রসঙ্গে কোনও সমীক্ষাত্মক আলোচনা ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়নি। ব্যাকরণ, মীমাংসাদর্শন ও ন্যায়দর্শনের আলোকধারায় শব্দ নিত্য না অনিত্য – তা নিয়ে যে সংশয় তা আলোচ্য গবেষণা প্রকল্পে তুলে ধরা হয়েছে। এই গবেষণা সন্দর্ভটির মাধ্যমে উপরে উল্লিখিত সংশয়ের নিরসনের

চেষ্টা করা হবে এবং শব্দের নিত্যত্ব ও অনিত্যত্বের একটি সমীক্ষাত্মক বিবরণ উপস্থাপনের চেষ্টা করা হবে।

গবেষণা কার্যের গুরুত্ব (Importance) :

'শব্দের নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব : ন্যায়, মীমাংসা ও ব্যাকরণদর্শন সম্মত একটি সমীক্ষা' নামক গবেষণা সন্দর্ভটিতে শব্দের নিত্যতা বিষয়ক ও অনিত্যতা বিষয়ক যে সন্দেহ উপস্থিত হয় তা সমাধানের চেষ্টা করা হবে। ব্যাকরণমূলক গ্রন্থগুলির সহায়তায় বৈয়াকরণরা শব্দকে নিত্য বা অনিত্য বলে মনে করেছেন সে বিষয়ে একটি নিশ্চিত ধারণার পরিচয় দেওয়া হবে। মীমাংসকরা শব্দের নিত্যত্ব উপস্থাপনের জন্য যেসব যুক্তির প্রণয়ন করেছেন তা বিশেষভাবে অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হবে। নৈয়ায়িকরা শব্দকে কিভাবে উপস্থাপন করতে চেয়েছেন তা বিশ্লেষণের জন্য নৈয়ায়িকদের যুক্তিগুলিকে তুলে ধরে আলোচনা করা হবে। ব্যাকরণ, মীমাংসক ও নৈয়ায়িকদের যুক্তিগুলির একটি তুলনাত্মক আলোচনা হল গবেষণা সন্দর্ভটির অন্যতম গুরুত্ব। এই তুলনামুলক আলোচনার মাধ্যমে যে বিভিন্ন দিগ্‌দর্শন ঘটবে তার ফলে শব্দের নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব নিয়ে যে সংশয় তা নিরসনের চেষ্টা করা হবে। পরবর্তী সময়ে এই বিষয়ে অন্যান্য আঙ্গিকে যারা গবেষণা করবেন তাদের জন্য গবেষণা সন্দর্ভটি বিশেষ সহায়ক হয়ে উঠবে।

গবেষণা পদ্ধতি (Research Methodology):

'শব্দের নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব : ন্যায়, মীমাংসা ও ব্যাকরণদর্শন সম্মত একটি সমীক্ষা' শিরোনামে নির্মীয়মান গবেষণা সন্দর্ভটি প্রস্তুত করার জন্যে পূর্বে উল্লিখিত নানাবিধ মুদ্রিত গ্রন্থের সহায়তা অবলম্বন করা বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থগুলি ব্যবহারের জন্য গ্রন্থাগারের সহায়তা নেওয়া হবে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় গ্রন্থাগার, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ, এশিয়াটিক সোসাইটি গ্রন্থাগার, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার গ্রন্থাগার –

এই সমস্ত গ্রন্থাগার প্রয়োজনীয় ও দুষ্প্রাপ্য সংস্কৃত গ্রন্থের সংগ্রহালয় – তাই এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার ব্যবহারের অনুমতি গ্রহণ করা হবে। যে সব প্রয়োজনীয় গ্রন্থ গ্রন্থাগারে থাকা সত্ত্বেও জীর্ণতার কারণে ব্যবহারের অনুপযুক্ত, অন্তর্জাল ব্যবহারের মাধ্যমে সেইসব গ্রন্থগুলি অনুসন্ধান করা হবে।

গবেষণা সন্দর্ভটি বাংলা ভাষা ও বাংলা লিপিতে প্রস্তুত করা হবে। সেইজন্যে সমকালীন চলিত বাংলা ভাষায় বাগ্‌বিধি ও বানানবিধি অবলম্বন করা হবে। গবেষণা সন্দর্ভটি মুদ্রণের জন্যে মূল অংশে কালপুরুষ Front এর ১৪ মাত্রাকৃতি ব্যবহৃত হবে। যেখানে ইংরেজি শব্দ প্রয়োগের প্রয়োজন হবে সেখানে Times New Roman এর ১৮ মাত্রাকৃতি ব্যবহৃত হবে। গবেষণা সন্দর্ভের দুই পঙ্‌ক্তির মাঝখানে ১.৫ শূন্যস্থান রাখা হবে। সংস্কৃত শ্লোক বা সন্দর্ভগুলির উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা লিপিই ব্যবহার করা হবে। গবেষণা সন্দর্ভটিতে সংস্কৃতগ্রন্থের উদ্ধৃতি প্রদানে ‘ৎ’ এর পরিবর্তে ‘ত্’ এর ব্যবহার করা হবে। তবে বাংলা বাক্যের ক্ষেত্রে ‘ৎ’-ই ব্যবহৃত হবে। গবেষণা সন্দর্ভটিতে উল্লেখপঞ্জি হিসেবে প্রতিপৃষ্ঠায় পাদটীকা ব্যবহৃত হবে। পাদটীকার ক্ষেত্রে বাংলা অক্ষরে ১২ মাত্রাকৃতি ব্যবহৃত হবে। প্রতি পৃষ্ঠার ওপরে, নীচে ও ডান পাশে ২.৫৪ সেমি শূন্যস্থান থাকবে। তবে বামপাশে বাঁধাই-এর জন্যে ৩.০০ সেমি জায়গা রাখা হবে। পাদটীকায় ব্যবহৃত প্রয়োজনীয় গ্রন্থনাম সংক্ষিপ্ত আকারে দেওয়া হবে। গবেষণাসন্দর্ভ পাঠের সাবলীলতা রক্ষার জন্য সেই সংক্ষিপ্ত গ্রন্থনামের বোধসৌকর্যার্থে পূর্ণনামের একটি সূচী প্রদান করা হবে। আলোচ্য গবেষণাসন্দর্ভের শেষে গবেষণা পদ্ধতি অনুযায়ী MLA ফরম্যাট-এ গ্রন্থপঞ্জি সংযোজিত করা হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ন্যায়দর্শনের নিরিখে শব্দের নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব বিচার

শব্দের নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব আলোচনার পূর্বে ন্যায়দর্শন সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনার দিকে আমরা নজর রাখব। ভারতবর্ষের দর্শনসমূহের মধ্যে স্থান নির্ণয়ের প্রসঙ্গে ন্যায়দর্শনই একমাত্র প্রথম স্থান দখল করার ক্ষমতা রাখে। ন্যায়দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা মহর্ষি গৌতম, যিনি গোতম বা অক্ষপাদ নামেও পরিচিত। ন্যায়দর্শনে ৫টি অধ্যায়, দশটি আহ্নিক ও ৫২৮টি সূত্র রয়েছে। ন্যায়সূত্রকে উপজীব্য করে পরবর্তীকালে বাত্সায়নের ন্যায়ভাষ্য, উদ্দ্যোতকরের ন্যায়বার্ত্তিক, বাচস্পতি মিশ্রের ন্যায়বার্ত্তিক তাত্পর্যটীকা ইত্যাদি রচিত হয়েছিল।

ন্যায়দর্শন হল আন্বীক্ষিকী বিদ্যা। অন্বীক্ষা নির্বাহের জন্য প্রকাশিত হওয়ায় ন্যায়দর্শন আন্বীক্ষিকী নামে পরিচিত। আচার্য কৌটিল্য ন্যায়শাস্ত্রের গুরুত্ব উপলব্ধি করে বলেছেন –

"প্রদীপঃ সর্ববিদ্যানামুপায়ঃ সর্বকর্মণাম্।

আশ্রয়ঃ সর্বধর্মাণাং শশ্বদান্বীক্ষিকী মতা"।।[১]

শব্দের অনিত্যত্ব সাধনে নৈয়ায়িকদের মত স্থাপন :

ন্যায়দার্শনিকদের মতে শব্দ অনিত্য। শব্দের অনিত্যত্ব বোঝাতে গিয়ে প্রথম যে সূত্রটির কথা বললেন সেটি হল –'আদিমত্ত্বাদৈন্দ্রিয়কত্বাত্ কৃতকবদুপচারাচ্চ'।।[২] অর্থাত্

[১] কৌ. অর্থ. ১/২/২

[২] ন্যায়সূত্র - ২/২/১৩

উত্পত্তিমত্ত্বহেতুক, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্বহেতুক এবং কৃতক অর্থাত্ কার্য বা অনিত্য সুখদুঃখাদির ন্যায় ব্যবহারহেতুক হওয়ায় শব্দ অনিত্য।

আদিমত্ব শব্দের দ্বারা কারণবত্ত্ব বোঝায়। আদি শব্দের অর্থ যোনি। যোনি শব্দের অর্থ এখানে কারণ। যার আদি অর্থাত্ কারণ আছে তা আদিমান্ অর্থাত্ কারণবিশিষ্ট। সংযোগ ও বিভাগরূপ কারণের দ্বারা শব্দের উত্পত্তি ঘটে থাকে সুতরাং শব্দ কারণবিশিষ্ট পদার্থ। সংয়োগ-বিভাগরূপ কারণজন্য হওয়ায় শব্দ অনিত্য। কারণবিশিষ্ট পদার্থমাত্রই অনিত্য।[৩] যেমন – ঘট-পটাদি অনিত্যপদার্থ। 'অনিত্যঃ শব্দঃ' – এটিই মহর্ষির অভিপ্রেত প্রতিজ্ঞাবাক্য। ভাষ্যকারের দ্বারা উক্ত কারণবদনিত্যং দৃষ্টং' মহর্ষির অভিপ্রেত উদাহরণবাক্য। পরার্থানুমানে প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বের দ্বারা তিনি শব্দের অনিত্যত্বকে সাধন করেছেন। প্রথম অধ্যায়ের অবয়ব প্রকরণে ভাষ্যকার শব্দের অনিত্যত্ব প্রদর্শনে পঞ্চাবয়ব বাক্য প্রদর্শন করেছেন। যথা– সাধর্ম্যহেতু যেখানে প্রযুক্ত সেখানে পঞ্চাবয়ব বাক্য হল –

১) অনিত্যঃ শব্দঃ ইতি প্রতিজ্ঞা

২) উত্পত্তি-ধর্মকত্বাদিতি হেতুঃ।

৩) উত্পত্তি ধর্ম্মকং স্থাল্যাদিদ্রব্যমনিত্যমিত্যুদাহরণম্।

৪) তথা চোত্পত্তিধর্মকঃ শব্দঃ ইত্যুপনয়ঃ।

৫) তস্মাদুত্পত্তিধর্মকত্বাদনিত্যঃ শব্দঃ ইতি নিগমনম্।

---

[৩] আদির্যোনিঃ কারণং আদীয়তেঽস্মাদিতি। কারণবদনিত্যং দৃষ্টং। সংযোগবিভাগজশ্চ শব্দঃ কারণবত্ত্বাদনিত্য ইতি। কা পুনরিয়মর্থদেশনা? কারণবত্ত্বাদিতি উত্পত্তিধর্ম্মকত্বাত্, অনিত্যঃ শব্দ ইতি ভুত্বা ন ভবতি, বিনাশধর্ম্মক ইতি। - ২.২.১৩ নং ন্যা. সূ. ভা.

পূর্বপক্ষীদের মতামত খণ্ডন দ্বারা নৈয়ায়িকদের শব্দের অনিত্যত্ব উপস্থাপন :

উপরি-উক্ত হেতুত্রয় দ্বারা শব্দের অনিত্যত্ব স্থাপিত হলেও পূর্বপক্ষীগণ সমস্ত হেতুর বিরুদ্ধে যুক্তি প্রদর্শন করেন। ন্যায়সূত্রে বলা হয়েছে– 'ন ঘটাভাবসামান্যনিত্যত্বানিত্যেষ্বপ্যনিত্যবদুপচারাচ্চ'।[৪] অর্থাত্ পূর্বোক্ত তিন হেতু অনিত্যত্বের সাধক নয়। ঘটাভাব ও সামান্যের অর্থাত্ ঘটধ্বংস ও ঘটত্বাদি জাতির নিত্যত্ব আছে এবং নিত্য পদার্থও অনিত্য পদার্থের আচরণ করে। প্রথম যে হেতুর বিপক্ষে পূর্বপক্ষী মতামত দিয়েছেন তা হল –

ক) আদিমত্ব – উত্পন্ন বস্তুমাত্রই বিনাশী ধর্মযুক্ত একথা সঠিক নয়। আদিমত্ব অনিত্যত্বের ব্যভিচারী। আদিমত্ব বলতে মহর্ষির উত্পত্তিধর্মকত্বই বিবক্ষিত। ঘটের অবয়ব কপাল ও কপালিকা নামক দ্রব্য ঘটের সমবায়ী কারণ। কারণদ্বয় পরস্পর সংযুক্ত হলে ঘট জন্মে, বিভাগ হলে ঘট ধ্বংসীভূত হয়। ঘটধ্বংস কারণ বিভাগজন্য তাই এতে উত্পত্তিধর্মকত্ব বিদ্যমান। যে ঘটের ধ্বংস হয় তার কখনও পুনরুত্পত্তি সম্ভব নয় তাই ঘটধ্বংসের ধ্বংস অসম্ভব। তাই তা অবিনাশী। ঘটধ্বংসে অবিনাশীরূপ নিত্যত্বই আছে অনিত্যত্ব নেই। সুতরাং উত্পত্তিধর্মকত্বরূপ হেতু ঘটধ্বংসে ব্যভিচারী।[৫]

খ) দ্বিতীয় হেতু হল – ঐন্দ্রিয়কত্ব। ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ গ্রাহ্যত্বই ঐন্দ্রিয়কত্ব। এখানে ঘটত্ব, পটত্ব, গোত্ব প্রভৃতি জাতির নিত্যত্ব সিদ্ধান্ত প্রকাশ করে ঐ জাতিতে ঐন্দ্রিয়কত্ব

---

[৪] ন্যা. সূ. - ২.২.১৪

[৫] ন খলু আদিমত্বাদনিত্যঃ শব্দঃ। কস্মাত্? ব্যভিচারাত্। আদিমতঃ খলু ঘটাভাবস্য দৃষ্টং নিত্যত্বং কথমাদিমান্? কারণবিভাগেভ্যো হি ঘটো ন ভবতি। কথমস্য নিত্যত্বং? সোঽসৌ কারণবিভাগেভ্যো ন ভবতি, ন তস্যাভাবো ভাবেন কদাচিন্নিবর্ত্ততে ইতি- ২.২.১৪ নং ন্যা. সূ. ভা.

হেতুর ব্যভিচার সূচনা করেছে। ঐন্দ্রিয়কত্ব অনিত্যত্বের ব্যভিচারী। ন্যায়াচার্যগণও ঘটত্ব-পটত্বাদি পদার্থকে জাতি ও সামান্য বলে উল্লেখ করে ঐ জাতিকে নিত্য পদার্থ বলে সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেছেন। ঘটত্ব, পটত্ব, গোত্ব জাতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ হলেও এদের প্রত্যক্ষ হওয়ায় নিত্যত্ব এখানে স্বীকার্য।[৬]

গ) তৃতীয় হেতু অনিত্য পদার্থের ন্যায় ব্যবহার, নিত্য পদার্থেও হয়ে থাকে। সুতরাং অনিত্য পদার্থের ন্যায় শব্দের তীব্র মন্দাদির ব্যবহার হওয়ায় শব্দ অনিত্য – এই যুক্তিও সমীচীন নয়। নিত্যপদার্থেও অনিত্য পদার্থের ব্যবহার দেখা যায়। বৃক্ষের প্রদেশ, কম্বলের প্রদেশ এরূপ ব্যবহার হয়ে থাকে।[৭] আত্মা ও আকাশ নিত্য পদার্থ। কিন্তু আত্মার প্রদেশ ও আকাশের প্রদেশ এইরূপ ব্যবহারও দৃষ্ট হয়। সুতরাং আত্মা ও আকাশে বৃক্ষ ও কম্বল প্রভৃতি অনিত্যদ্রব্যের ন্যায় প্রদেশ ব্যবহার দেখা যায়। অতএব অনিত্যের ন্যায় ব্যবহার হলেই তাকে অনিত্য বলা যায় না। অতএব পূর্বসূত্রোক্ত উত্পত্তিধর্মকত্ব প্রভৃতি হেতুত্রয় অনিত্যত্বের সাধক না হওয়ায় পূর্বপক্ষ মনে করেন যে, উক্ত হেতুত্রয় অনিত্যত্বের ব্যাভিচারী।

---

[৬] যদ্যপ্যৈন্দ্রিয়কত্বাদিতি, তদপি ব্যভিচরতি, ঐন্দ্রিয়কঞ্চ সামান্যং নিত্যঞ্চেতি - ২.২.১৪ নং ন্যা. সূ. ভা.

[৭] যদপি কৃতকবদুপাচরাদিতি, এতদপি ব্যভিচরতি, নিত্যেঽনিত্যবদুপচারো দৃষ্টঃ, যথা হি ভবতি বৃক্ষস্য প্রদেশঃ, কম্বলস্য প্রদেশঃ, এবমাকাশস্য প্রদেশঃ, আত্মনঃ প্রদেশ ইতি ভবতীতি২.২.১৪ নং ন্যা. সু. ভা.

পূর্বপক্ষীয় যুক্তি খণ্ডনে নৈয়ায়িকদের স্বকীয়যুক্তি প্রদর্শন:

পূর্বপক্ষীর তিনরকমের আপত্তির উত্তর নৈয়ায়িকগণ যথাক্রমে যে যুক্তিগুলি দিয়েছেন নিম্নে তা উল্লিখিত হল – প্রথমেই যে সূত্রটি মহর্ষি উল্লেখ করেছেন – 'তত্ত্বভাক্তয়োর্নানাত্বস্য বিভাগাদব্যভিচারঃ'।[৮]

এই সূত্রটির মাধ্যমে পুর্বসূত্রোক্ত ব্যভিচারের নিরাস করেছেন। তিনি বলেছেন মুখ্য পদার্থই নিত্য পদার্থের তত্ত্ব, গৌণ পদার্থ নয়। গৌণনিত্যত্বকে ভাক্ত নিত্যত্ব বলে উল্লেখ করেছেন। যে পদার্থ উত্পত্তিশূন্য তার বিনাশশূন্যতাই নিত্যপদার্থের তত্ত্ব এবং সেটিই মুখ্য নিত্যত্ব। ঘটধ্বংসে এই মুখ্যনিত্যত্ব নেই। ধ্বংসপদার্থ উত্পত্তিধর্মক সুতরাং ধ্বংসের অবিনাশিত্ব মুখ্যনিত্যত্ব হতে পারে না। ধ্বংসে অবিনাশিত্বরূপ ভাক্তনিত্যত্ব থাকায ধ্বংস নিত্য এরূপ জ্ঞান আমাদের হয়ে থাকে। বস্তুর ধ্বংসের ধ্বংস না থাকায় ধ্বংস অবিনাশী পদার্থ। ধ্বংসে আকাশাদি নিত্যপদার্থের অবিনাশিত্বরূপ সাদৃশ্য থাকায় ওই সাদৃশ্যবশতঃ ধ্বংস নিত্য – এরূপ জ্ঞানের প্রয়োগ দেখা যায়'। বস্তুতঃ ধ্বংস নিত্যপদার্থ নয়। ধ্বংসের নিত্যত্ব ব্যবহার ভাক্ত বা গৌণ। উদ্দ্যোতকর বলেছেন যে, প্রাগভাবের উত্পত্তি হয় না এবং ধ্বংসের বিনাশ হয় না; এজন্য প্রাগভাব ও ধ্বংস উভয়ের সঙ্গে গগনাদি নিত্য পদার্থের সাদৃশ্য থাকায় উভয়কেই নিত্য বলে মনে করা হয় কিন্তু ওই উভয়ই নিত্য নয়।[৯] সূত্রকারও মুখ্যনিত্যত্ব ও ভাক্তনিত্যত্বের মধ্যে ভেদ জ্ঞাপন করে শব্দে মুখ্যনিত্যত্বের

---

[৮] ন্যা. সূ. - ২.২.১৫

[৯] কথং তর্হি নিত্য ইতি? নিত্য ইব ইত্যুচ্যতে ভক্ষ্যাকা পুনরিয়ং ভক্তিঃ? প্রাগভাবস্য কারণাভাবঃ, প্রধ্বংসভাবস্যবিনাশঃউভয়ং চৈতত্ নিত্যবিষয়মিতিএতত্সামান্যাত্ নিত্য ইব নিত্যো ন পুনর্নিত্য ভবতি। ২.২.১৫ নং ন্যা. সূ. বা.

অভাবকে ফুটিয়ে তুলে শব্দের অনিত্যত্বকেই সাধন করেছেন। ভাষ্যকার মহর্ষির উত্তরের ব্যাখ্যা করে 'তত্র যথা জাতীয়কঃ শব্দঃ' ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা শব্দের সজাতীয় কোনও জন্য পদার্থে নিত্যত্ব নেই একথা প্রতিষ্ঠিত করেছেন।[১০] মুখ্যনিত্যত্বের অভাবই অনিত্যত্ব তিনি একথা বলেননি। ধ্বংসে ব্যভিচারের কোনো আশঙ্কাও তিনি করেননি। ভাষ্যকারের মূলবক্তব্য হল উৎপত্তি-পদার্থ ধংসে না থাকায়, ধ্বংসে উত্পত্তিধর্মকত্ব হেতুর অভাব দেখা যায়। ফলস্বরূপ ধ্বংসে হেতু নেই, সুতরাং তাতে অবিনাশিত্বরূপ অনিত্যত্বসাধ্য না থাকলেও ব্যভিচার হয় না। এরপর দ্বিতীয় যে সূত্রটির অবতারণা ন্যায়দর্শনে উল্লিখিত হয়েছে সেটি হল - 'সন্তানানুমানবিশেষণাত্'।[১১]

শব্দের অনিত্যত্ব প্রতিপাদনে পূর্বপক্ষী ও নৈয়ায়িকগণের তুলনামূলক আলোচনা:

মহর্ষি গৌতম শব্দকে যারা নিত্য হিসাবে প্রতিপন্ন করেছেন তাঁদের হেতু কি সে বিষয়ে মীমাংসকদের মত উল্লেখ করে বলেছেন – 'অস্পর্শত্বাত্'।[১২]

অর্থাত্ যা স্পর্শশূন্য, তা সবই নিত্য যেমন আকাশ, শব্দও আকাশের ন্যায় স্পর্শশূন্য। শব্দ স্পর্শহীন। অস্পর্শতাজ্ঞাপক এই হেতুবাক্যের দ্বারা বোঝা যায় যে শব্দে স্পর্শের অভাব। অতএব শব্দ নিত্য।[১৩] আকাশে স্পর্শ না থাকায় আকাশ নিত্য। স্পর্শহীন হলেই যে পদার্থ নিত্য, এইরূপ ব্যাপ্তি নিশ্চয় হওয়ায় অস্পর্শতা হেতুর দ্বারা শব্দের

---

[১০] তত্র যথা জাতীয়কঃ শব্দো ন তথা জাতীয়কং কার্য্যং। কিঞ্চিন্নিত্যং দৃশ্যত ইত্যব্যভিচারঃ - ২.২.১৫ নং ন্যা. সূ. ভা.

[১১] ন্যা. সূ. ২.২.১৬

[১২] ন্যা. সূ. - ২.২.২২

[১৩] অস্পর্শমাকাশং নিত্যং দৃষ্টমিতি, তথা চ শব্দ ইতি - ২.২.২২ নং সূত্রভাষ্য

নিত্যত্ব সিদ্ধ হয়ে থাকে। কিন্তু এ প্রসঙ্গে নৈয়ায়িকরা বলছেন 'অস্পর্শত্বাত্' হেতুবাক্যের দ্বারা সাধ্যসাধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত উদাহরণ পাওয়া যায় না। কারণ যা যা স্পর্শশূন্য তাই নিত্য, তা বলা যায় না, যেহেতু কর্ম স্পর্শশূন্য হয়েও নিত্য নয়।[১৪] 'অস্পর্শত্ব' কর্মে আছে, কিন্তু তাতে নিত্যত্ব সাধ্য না থাকায় অস্পর্শত্ব নিত্যত্বের ব্যভিচারী। যা স্পর্শবান্, তাই নিত্য একথাও বলা যায় না কারণ স্পর্শবান হয়েও পরমাণু নিত্য।[১৫] অতএব অস্পর্শতা হেতুবাক্য হিসাবে গৃহীত না হওয়ায় শব্দ অনিত্য হিসেবেই চিহ্নিত হল। কিন্তু শব্দের নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ববোধক বিপ্রতিপত্তিযুক্ত - এরূপ সংশয় রয়েছে তা প্রমাণিত হওয়ায় শব্দের অনিত্যত্ব পরীক্ষিত হয়েছে। বিপ্রতিপত্তির ক্ষেত্রে মূল পরপক্ষের অর্থাত্ শব্দের নিত্যত্ব পক্ষের হেতু জিজ্ঞাস্য এবং শব্দের অনিত্যত্বপক্ষের সমর্থন করতে হলে পরপক্ষের হেতুর দোষ প্রদর্শন করা আবশ্যক। এখানে অনিত্যঃ শব্দঃ এরূপ প্রতিজ্ঞা দ্বারা শব্দ নিত্যতাবাদিগণ অস্পর্শত্বাত্ হেতুবাক্য প্রয়োগ করেন। হেতুবাক্যের দ্বারা প্রমাণিত হয় শব্দ নিত্য।[১৬] এরপর পুনরায় প্রশ্ন উপস্থাপন করে নৈয়ায়িক বলেছেন শব্দের নিত্যত্ব অনুমানে অস্পর্শত্ব হেতু না হলে কোন্ বিষয়কে হেতু হিসাবে গণ্য করা হবে? পূর্বপক্ষীর দ্বারা উল্লিখিত মহর্ষি গৌতম যে হেতুর কথা এবার তুলে ধরেছেন তা হল – 'সম্প্রদানাত্'।[১৭]

---

[১৪] ন কর্ম্মানিত্যত্বাত্ - ন্য. সূ. - ২.২.২৩

[১৫] নানুনিত্যত্বাত্ – ন্যা. সূ. - ২.২.২৪

[১৬] বিপ্রতিপত্তেঃ প্রমাণমূলত্বাত্ হেতৌ পরিপ্রশ্নঃ। বিপ্রতিপত্তির্নাম দ্বয়োরেকধর্মিবিষয়া বিরুদ্ধধর্মসংপ্রতিপত্তিঃ। ন চ সংপ্রতিপত্তিঃ প্রমাণান্তরমন্তরেণ যুক্তেতি নিত্যত্বে প্রমাণং বক্তব্যমিতি, নিত্যশব্দঃ – ২.২.২৪ নং ন্যা. সু. বা.

[১৭] ন্যা. সূ. ২.২.২৫

তৃতীয় অধ্যায়

মীমাংসা দর্শনে শব্দের নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব বিচার

মীমাংসা দর্শন ভারতীয় আস্তিক দর্শনের মধ্যে অন্যতম। মহর্ষি জৈমিনিকে মীমাংসা দর্শনের প্রবর্তক বলা হয়। বেদের কর্মকাণ্ডকে পূর্বমীমাংসা বা কর্মমীমাংসা বলা হয়, অপরদিকে জ্ঞানকাণ্ডকে উত্তরমীমাংসা বা বেদান্তদর্শন নামে অভিহিত করা হয়। মীমাংসাদর্শনের আকরগ্রন্থ হল জৈমিনিকৃত মীমাংসাসূত্র। মীমাংসা দর্শনে প্রমাণ, প্রমেয়, ধর্ম, শব্দের নিত্যতাবাদ, বেদের অপৌরুষেয়তা, মন্ত্র, বিধি, নিষেধ, কর্মানুষ্ঠান, যজ্ঞাদির অধিকার, বাক্যার্থবিচার, অর্থবাদ, স্বর্গ, নরক, অপূর্ব, নিরীশ্বরবাদ ও মোক্ষ প্রভৃতি বিষয় নিয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে।

শব্দের অনিত্যত্বপক্ষে পূর্বপক্ষীগণের যুক্তি:

শব্দের অনিত্যত্ব নিশ্চিত করতে পূর্বপক্ষীরা যে যুক্তি তুলে ধরেছেন তার মধ্যে প্রথমটি হল– 'কর্ম্মৈকে তত্র দর্শনাত্'।[১৮] যার অর্থ হল শব্দের উচ্চারণে ব্যক্তির প্রযত্ন দৃষ্ট হয়ে থাকে, শব্দ উচ্চারণের পূর্বেও থাকেনা বা পরেও থাকেনা তাই শব্দ অনিত্য। নৈয়ায়িকরা বর্ণাত্মক শব্দের অনিত্যত্ব প্রতিপাদন করার চেষ্টাই করেছেন। শব্দ নিত্য না হলে শব্দের সঙ্গে অর্থের যে সম্বন্ধ তাও নিত্য হতে পারে না। শব্দকে কর্ম বলে উল্লেখ করা হয়েছে। শব্দ নিষ্পাদন করবার জন্য লোকসকলকে প্রযত্ন করতে দেখা যায়। উচ্চারণের পূর্বে শব্দের কোনো অস্তিত্ব থাকে না তাই শব্দ অসত্ অর্থাত্ অস্তিত্ববিহীন। শাবরভাষ্যে এর

[১৮] মী. সূ. - ১/১/৬

সপক্ষে প্রমাণ পাওয়া যায়।[১৯] ফলে শব্দের অভিব্যক্তি অসম্ভব। শব্দ পূর্ব থেকে উপস্থিত নয়, শব্দ কৃতিসাধ্য, অতএব শব্দ অনিত্য এবং শব্দের সম্বন্ধও অনিত্যত্বে পর্যবসিত হয়। এর পরও বলা হয়েছে শব্দ যদি নিত্য হত তাহলে উচ্চারণের পরবর্তী সময়েও উপলব্ধি করা সম্ভব হত। কিন্তু শব্দ বিনষ্টীভূত হয়। উচ্চারণের পরেও ক্ষণকালের বেশি শব্দের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় না। এপ্রসঙ্গে মীমাংসা দর্শনে যে সূত্রটির উল্লেখ পাওয়া যায় তা হল -'অস্থানাত্'[২০] শব্দের উচ্চারণের সময় ব্যবধানাদি কোনও কারণ না থাকায় শব্দের উপলব্ধি হওয়া উচিত। উপলব্ধির কারণ ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ, তা শব্দোচ্চারণের ক্ষেত্রে বর্তমান থাকে কিন্তু তথাপি শব্দের উপলব্ধি হয় না, তাই শব্দ অনিত্য,[২১] তৃতীয় যুক্তিতে বলা হয়েছে শব্দ ক্রিয়াজন্য। শব্দোচ্চারণের ক্ষেত্রে শব্দ ক্রিয়ার বিষয় হয়ে থাকে। 'শব্দ করো', 'শব্দ কোরো না' ইত্যাদির ব্যবহার লোকপ্রসিদ্ধ।[22] তাই শব্দের অনিত্যত্বকে সুনিশ্চিত করতে যে সূত্রটির অবতারণা করেছেন সেটি হল – 'করোতিশব্দাত্'।[২৩] শব্দ উত্পত্তি ও বিনাশশীল।

শব্দ নিত্যতা সাধনে পূর্বপক্ষীয় মত খণ্ডনে জৈমিনিকৃত যুক্তি:

শব্দ অনিত্য নয় নিত্য – এবিষয়ে সুনিশ্চিত মতামত উপস্থাপন প্রসঙ্গে মহর্ষি জৈমিনি উপরিউক্ত ছয়টি যুক্তিকে খণ্ডন করে দেখিয়েছেন। নিম্নে সেগুলি তুলে ধরার প্রয়াস করা

---

[১৯] প্রযত্নাদুত্তরকালং দৃশ্যতে যতঃ, অতঃ প্রযত্নানন্তর্যাত্ তেন ক্রিয়তে ইতি গম্যতে। নন্বভিব্যঞ্জ্যাত্ স এনম্। নেতি ব্রূমঃ। ন হি অস্য প্রাগভিব্যঞ্জনাত্ সদ্ভাবে কিঞ্চন প্রমাণমস্তি। সৈশ্চাভিব্যজ্যতে নাস। – ১.১.৬ নং শা. ভা.

[২০] মী. সূ. - ১/১/৭

[২১] নো খল্বপ্যুচ্চারিতং মুহূর্তমপ্যুপলভামহে। অতো বিনষ্ট ইত্যবগচ্ছামঃ। ন চ সন্ নোপলভ্যতে। – ১.১.৭ নং শা. ভা.।

[২২] অপি চ, শব্দং কুরু, মা শব্দং কার্ষীরিতি ব্যবহর্ত্তারঃ প্রযুঞ্জতে। – ১.১.৮ নং শা. ভা.

[২৩] মী. সূ. - ১/১/৮

হল। পূর্বপক্ষিগণ বলেছেন – শব্দের জন্য কণ্ঠ, তালু প্রভৃতির সংযোগে বিশেষ প্রযত্ন করা হয়ে থাকে, তার ফলে শব্দের সৃষ্টি হয়, শব্দের উত্পত্তি হয় বলে শব্দ অনিত্য। এ প্রসঙ্গে জৈমিনি বলেছেন – 'সমং তু তত্র দর্শনম্'।[২৪] অর্থাত্ উচ্চারণের ফলে শুধুমাত্র শব্দের উত্পত্তি হয় না, পূর্বসিদ্ধ শব্দের অভিব্যক্তিও ঘটে থাকে।[২৫] অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে সমপরিমাণে প্রযত্নের সহায়তা প্রয়োজন। এখানে জৈমিনি 'সম' শব্দের দ্বারা শব্দের নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব উভয়পক্ষ সিদ্ধ হয়ে থাকে তা দেখিয়েছেন।[২৬] অতএব কোনও কিছু প্রযত্নসাধ্য হলেই তা অনিত্য এটি বলা যাবে না। এখানে 'তত্র দর্শনাত্' হেতু উত্পত্তিপক্ষে ও অভিব্যক্তিপক্ষে উভয়স্থানেই বিদ্যমান হলে অনৈকান্তিক। উচ্চারণের ফলে শব্দের যে দর্শন, তার দ্বারা শব্দের অস্তিত্ব প্রতিপাদিত হয় মাত্র, তা কখনই শব্দের অনিত্যতাকে প্রমাণিত করেনা। অতএব শব্দ নিত্য।

শব্দের অনিত্যতা পরিহারে মীমাংসকদের স্বকীয় যুক্তি:

পূর্বপক্ষীয় আপত্তি পরিহারের পর মীমাংসক দার্শনিকরা শব্দ নিত্য, অনিত্য নয় এই দৃষ্টান্ত নিশ্চিতভাবে প্রতিস্থাপনের জন্য আরও কতগুলি যুক্তির অবতারণা করেছেন। সেগুলি নিম্নে তুলে ধরার চেষ্টা করছি। পূর্ববর্তী ছয়টি সূত্রের মাধ্যমে নৈয়ায়িক প্রভৃতিগণের আপত্তির পরিহার হলেও শব্দ যে নিত্য তা দৃঢ়ভাবে প্রমাণিত হয় না। এই বিষয়ে তাঁরা নিজস্ব কিছু যুক্তি প্রদর্শন করেছেন। প্রথম যে যুক্তির অবতারণা তাঁরা করলেন তা হল – 'নিত্যস্তু স্যাদ্দর্শনস্য পরার্থত্বাত্'।[২৭] অর্থাত্ সকল বা প্রয়োজনীয়

---

[২৪] মী. সূ. - ১/১/১২

[২৫] যদি প্রাগুচ্চারণাদনভিব্যক্তঃ প্রযত্নেনাভিব্যজ্যতে – ১.১.১২ নং শা. ভা.

[২৬] তস্মাদুভয়োঃ পক্ষয়োঃ সমমেতত্। ১.১.১২ নং শা. ভা.

[২৭] মী. সূ. - ১/১/১৮

অর্থবোধ করানোই শব্দের উচ্চারণের মূল কাজ, তাই শব্দ নিত্য। শব্দ অনিত্য হলে অর্থবোধ হতে পারত না। অর্থপ্রতীতিই শব্দের উচ্চারণের মূল উদ্দেশ্য।[২৮] নিত্যতা বা অনিত্যতা শব্দের ধর্ম। অর্থপ্রতীতি সম্বন্ধজ্ঞান বিনা সম্ভব নয়। শব্দকে যদি আমরা ক্ষণিক বলে মনে করি তাহলে আবার সম্বন্ধবোধও সম্ভবপর হয়ে উঠবেনা। কারণ অন্বয়ব্যাতিরেক দ্বারা সম্বন্ধপ্রতীতি হয়ে থাকে। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রশ্ন দুই, তিনবার দর্শন ব্যতীত অন্বয়ব্যতিরেক গ্রহণ হয় না, শব্দ ক্ষণিক হওয়ায় শব্দের একাধিকবার গ্রহণও অসম্ভব। বিভিন্ন শব্দের গ্রহণের দ্বারা সম্বন্ধপ্রতীতি হতে পারে না, কারণ প্রত্যেকটি শব্দ পরস্পর ভিন্ন, একের দর্শনে অন্যের জ্ঞান অকল্পনীয়। যেমন– গো- শব্দের দ্বারা কখনই অশ্ববোধ হয় না। পুনরায় বর্ণসকল নিরবয়ব হওয়ায় তাদের মধ্যে সাদৃশ্যনিবন্ধন সম্বন্ধবোধ হয় না। সকল শব্দই যেহেতু ক্ষণিক ফলে অর্থহীন হওয়ায় কোনওটিরই সাদৃশ্যনিবন্ধন সম্বন্ধ-জ্ঞান দেখা যায় না।

মীমাংসাসূত্র উল্লেখপূর্বক বেদের অনিত্যতা সাধনের মাধ্যমে শব্দের অনিত্যতা প্রতিপাদন :

মীমাংসা দর্শনের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম ও দ্বিতীয় পাদে বেদের অর্থাত্ শব্দের নিত্যতার বিপক্ষে কতকগুলি যুক্তিকে পূর্বপক্ষ হিসাবে উপস্থাপন করা হয়েছে সেগুলি নিম্নে উল্লেখ করা হল – যেমন – বেদ অপৌরুষেয় বা নিত্য বলে প্রমাণিত হলে শব্দও নিত্য বলে পরিগণিত হয়। কিন্তু বেদে বিভিন্ন শাখার নাম দেখে মনে হয়, সেগুলি মনুষ্য কর্তৃক রচিত। কঠ, কলাপ, পিপ্পলাদ প্রভৃতি ব্যক্তিদের দ্বারা উক্ত হওয়ায় ঐ সকল শাখা কাঠক,

[২৮] দর্শনমুচ্চারণং তত্ পরার্থম্, পরমর্থং প্রত্যায়য়িতুম্ – ১.১.১৮ নং শাবরভাষ্য

কালাপক, পৈপ্পলাদ প্রভৃতি নামে খ্যাতিলাভ করেছে। সায়ণাচার্য এ বিষয়ে তাঁর পূর্ণ সমর্থন প্রকাশ করেছেন।[২৯] এ বিষয়ে পূর্বপক্ষ হিসাবে মহর্ষি জৈমিনি যে সূত্রটি করেছেন – "বেদাংশ্চৈকে সন্নিকর্ষং পুরুষাখ্যা।"[৩০] অতএব বেদ কোনও না কোনও ব্যক্তি কর্তৃক রচিত হওয়ায় বেদকে নিত্য বলা চলে না তাই বেদ অনিত্য। বেদ অনিত্য বলে প্রমাণিত হওয়ায় শব্দও অনিত্য হয়ে পড়ে।

বেদের নিত্যতা সম্পাদনে উত্তরপক্ষীয় যুক্তিসমূহ :

মীমাংসকগণ শব্দের অনিত্যতার এই যুক্তিগুলিকে খণ্ডন করেছেন এবং তত্সমন্বিত কতগুলি যুক্তি প্রদর্শন করেছেন। বেদের প্রত্যেকটি শাখা যে ব্যক্তিরা অধ্যয়ন করেছেন তাঁদের নামানুসারে পরবর্তীকালে শাখাগুলি কাঠক, কালাপক, পৈপ্পলাদ প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। কঠ, কলাপ, পিপ্পলাদ প্রভৃতি মুনিগণ বেদের অংশগুলি প্রচার করেন মাত্র, তাঁরা মূলত রচয়িতা নন।[৩১] সায়ণাচার্য এ প্রসঙ্গে বলেছেন – বেদরূপী যে শব্দ কঠ প্রভৃতির পুরুষ অপেক্ষা প্রাচীনত্ব ও অনাদিত্ব পূর্ববর্তীগণ সূত্রের সাহায্যে ব্যক্ত করেছেন। শব্দের পূর্বত্ব ও নিত্যত্ব অনাদিকাল থেকে প্রচলিত হয়ে এসেছে।[৩২] সায়ণাচার্য মীমাংসা

---

[২৯] বেদকর্তৃত্বেন পুরুষা আখ্যায়ন্তে। বৈয়াসিকং ভারতং বাল্মীকীয়ং রামায়ণমিত্যত্র যথা ভারতাদিকর্তৃত্বেন ব্যাখ্যাদয় আখ্যায়ন্তে তথা কাঠকং কৌথুমং তৈত্তিরিয়মিত্যেবং তত্তদ্বেদশামাকর্তৃত্বেন কঠাদীনাম্ আখ্যাতত্বাত্ বেদাঃ পৌরুষেয়াঃ। - সায়ণ, ঋ. ভা. ভূ. – পৃ. ৫৭।

[৩০] মী. সূ. - ১.১.২৭

[৩১] আখ্যা প্রবচনাত্ – মী. সূ. - ১/১/৩০

[৩২] উক্তং তু শব্দপূর্বত্বম্ – মী. সূ. ১/১/২৯

সূত্র (১/১/২৯) এর পরিপ্রেক্ষিতে বলেছেন – "তু' শব্দো বেদানামনিত্যত্ব বারয়তি'[৩৩] অর্থাত্ 'তু' শব্দটি বেদসমূহের অনিত্যত্ব নিষেধ করছে।

[৩৩] সায়ণ – ঋ. ভা. ভূ. পৃ.- ৫৮

চতুর্থ অধ্যায়

বৈয়াকরণ মতানুযায়ী শব্দের নিত্যত্বানিত্যত্ব বিচার

মহাভাষ্য অনুসারে শব্দের নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব প্রতিপাদন :

শব্দের দুটি রূপ একটি ব্যঙ্গ্য এবং অপরটি ব্যঞ্জক। ব্যাকরণসিদ্ধান্তসুধানিধিতে বলা হয়েছে– "ব্যঞ্জকব্যঙ্গ্যভেদেন কার্যনিত্যয়োবর্ণাখন্ডস্ফোটাত্মকয়োর্দ্বয়ম্"। দু'য়ের মধ্যে ব্যঙ্গ্য স্বরূপটি নিত্য এবং ব্যঞ্জক স্বরূপটি কার্য। বর্ণাত্মক শব্দ কার্য এবং অখন্ডস্ফোট নিত্য। বর্ণাত্মক শব্দ বলতে প্রকৃতি প্রত্যয় প্রভৃতি বোঝায়। ব্যাকরণশাস্ত্রে প্রকৃতি প্রত্যয়াদিবিভাগ দ্বারা অখন্ড স্ফোটের প্রতিপাদন করা হয়েছে। প্রকৃতি প্রত্যয় প্রভৃতি নিত্য অখন্ড স্ফোটের ব্যঞ্জক। যা থেকে অর্থ অভিব্যক্ত হয় তাই হল স্ফোট। স্ফুট্ ধাতুর উত্তর অপাদানে ঘঙ্ প্রত্যয়ে স্ফোট শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে - 'স্ফুটতি প্রকাশতে অর্থ অস্মাদিতি স্ফোটো বাচক ইতি যাবত্' (পদার্থদীপিকা)। বৈয়াকরণদের মতানুসারে শব্দের স্ফোটরূপ প্রবৃত্তি নিত্য এবং স্ফোটের অভিব্যঞ্জক ধ্বনি বা বর্ণরূপ শব্দ অনিত্য রূপে প্রদর্শিত হয়।

বৈয়াকরণদের অনেকের মতানুসারে পরা বা পশ্যন্তী বাক্ নিত্য, মধ্যমা ও বৈখরী অনিত্য। মূলাধারস্থ শব্দব্রহ্মরূপ স্পন্দন শূন্য বিন্দুরূপিণী বাক্ হল পরা, নাভি পর্যন্ত আগত বায়ুর দ্বারা অভিব্যক্ত বাক্ কে বলা হয় পশ্যন্তী, হৃদয় পর্যন্ত আগত বায়ুর দ্বারা অভিব্যক্ত জপাদিতে বুদ্ধির গ্রাহ্য বাক্ কে বলা হয় মধ্যমা, মুখ পর্যন্ত আগত বায়ুর দ্বারা অভিব্যক্ত অপরের শ্রোত্রের দ্বারা গ্রাহ্য শব্দকে বলা হয় বৈখরী। পরা বাক্ মূলচক্রে অবস্থিত, পশ্যন্তী নাভিতে স্থিত, মধ্যমা হৃদি স্থিত এবং বৈখরী কণ্ঠদেশস্থ।

শব্দ নিত্য না কার্য – এরূপ বিবদমান পরিস্থিতিতে ভাষ্যকার নিজেই প্রশ্ন তুলেছেন – 'কিং পুনর্নিত্যঃ শব্দ আহোস্বিত্ কার্যম্'।[৩৪] শব্দ নিত্য বা কার্য এই সংশয় নিরসনকল্পে আচার্য ব্যাড়িকৃত 'সংগ্রহ' গ্রন্থের আলোকে শব্দের নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব উভয়পক্ষকেই ভাষ্যকার প্রয়োজনীয় বলে নির্দেশ করেছেন। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী পাণিনি নিত্য ও অনিত্য উভয়বিধ শব্দকেই স্বীকার করে ব্যাকরণশাস্ত্র প্রণয়নে প্রবৃত্ত হয়েছেন। শব্দের সাধনকালে তিনি বর্ণের লোপ, আগম, আদেশ প্রভৃতি বিকারের বিধান করেছেন। শব্দ যদি অবিকারী নিত্য হয় তাহলে বর্ণলোপাদির বিধান ব্যর্থ হয়। কিন্তু আচার্য পাণিনির বিধান ব্যর্থ হতে পারে না। তাই শব্দের অনিত্যত্বকে স্বীকার করতে হয়। আকর শব্দ যদি সদা অনিত্যই হয় তাহলে দুই বর্ণের পররূপসংহিতা উপপন্ন হয় না। ফলতঃ 'পরঃ সন্নিকর্ষঃ সংহিতা'[৩৫] বিধান ব্যর্থ হয়ে পড়ে। সুতরাং শব্দের নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব উভয়পক্ষেই দোষ ও প্রয়োজন উপলব্ধ হওয়ায় শব্দের সাধুত্ব সম্পাদনের উদ্দেশ্যে উভয়পক্ষকে সমাদর করতে হবে। এই অভিপ্রায়ে পতঞ্জলি পূর্ববর্তী প্রামাণিক লক্ষসূত্রসংবলিত সংগ্রহগ্রন্থে বলেছেন - 'সংগ্রহ এতত্ প্রাধান্যেন পরীক্ষিতম্'– 'নিত্যং বা স্যাত্ কার্যো বেতি। তত্রোক্তাঃ দোষাঃ প্রয়োজনান্যপ্যুক্তানি। তত্র ত্বেষ নির্ণয়ঃ যদেব নিত্যঃ তথাপি কার্য্যঃ, উভয়থাপি লক্ষণং প্রবর্ত্ত্যমিতি'।[৩৬] সংগ্রহ গ্রন্থে শব্দকে পূর্বেই নিত্য ও বলা হয়েছে আবার কার্যও বলা হয়েছে। এক্ষেত্রে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়ে থাকে যে,

---

[৩৪] ব্যা.মহা.ভা. ১/১/১ পৃ.৫৭

[৩৫] পা. ১/৪/৯

[৩৬] ব্যা.মহা.ভা. ১/১/১ পৃ-৫৮

ভগবান পাণিনি কীরূপে ব্যাকরণশাস্ত্রে প্রবৃত্ত হয়েছেন?[৩৭] বলা হয় তিনি শব্দের ব্যুত্পাদনের জন্য ব্যাকরণশাস্ত্র রচনা করেছেন। শব্দ যদি নিত্য বলে পরিগণিত হয়ে থাকে তাহলে তিনি শব্দের স্রষ্টা হতে পারেন না, কিন্তু শব্দ যদি কার্য হয় তাহলে তিনি শব্দের স্রষ্টা হতে পারেন। এই সন্দেহ নিরসনের উদ্দেশ্যে ভাষ্যকার নিজেই একটি বার্ত্তিক বাক্যের অবতারণা করেন– "সিদ্ধে শব্দার্থসম্বন্ধে লোকতেঽর্থপ্রযুক্তে শব্দপ্রয়োগে শাস্ত্রেণ ধর্মনিয়মো, যথা লৌকিকবৈদিকেষু" – বার্ত্তিকগ্রন্থ (১)।

বাক্যপদীয়ানুসারে শব্দের নিত্যত্বানিত্যত্ব বিচার

ভর্তৃহরি ছিলেন অদ্বৈতবাদী বৈয়াকরণ দার্শনিক। তাঁর মতে উপনিষদে বর্ণিত আত্মতত্ত্বের ন্যায় 'শব্দতত্ত্ব'ই একমাত্র সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত। তাঁর মতানুযায়ী শব্দ হল ব্রহ্ম। উপনিষদে বর্ণিত ব্রহ্মের ন্যায় শব্দতত্ত্বও সৎ, চিৎ, আনন্দস্বরূপ। এই শব্দতত্ত্বের চারটি রূপ বর্তমান– স্থূল, সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম। লোকব্যবহারে অর্থপ্রতিপাদনের জন্য শব্দের স্থূলরূপ-ই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বৈয়াকরণগণ শব্দের দুটি রূপ স্বীকার করে থাকেন একটি হল নিমিত্ত ও অপরটি হল অর্থবোধক। নিমিত্ত শব্দ হল স্ফোট এবং অর্থবোধক বৈখরী শব্দ হল ধ্বনি। এদের মধ্যে স্ফোটকে অভিব্যঙ্গ্য এবং অপরটিকে অর্থাৎ ধ্বনিকে অভিব্যঞ্জক মনে করা হয়। বাক্যপদীয় গ্রন্থে শব্দকে ব্রহ্ম বলা হয়েছে বিশাল প্রপঞ্চকে তিনি শব্দাত্মক ব্রহ্মেরই বিবর্তরূপে উল্লেখ করেছেন-

"অনাদিনিধনং ব্রহ্ম শব্দতত্ত্বং যদক্ষরম্।

[৩৭] কথং পুনরিদং ভগবতঃ পাণিনেরাচার্যস্য লক্ষণং প্রবৃত্তম্, ব্যা.মহা. ভা. ১/১/১ পৃ-৫৮

বিবর্ত্ততেঽর্থভাবেন প্রক্রিয়া জগতো যতঃ"।।[৩৮]

ভর্তৃহরি শ্রোত্রগ্রাহ্য স্থূল শব্দকেই ব্রহ্ম বলে উল্লেখ করেননি, তিনি নিত্য স্ফোটাত্মক শব্দকেই ব্রহ্মের স্বরূপ বলে চিহ্নিত করেছেন। ব্যাকরণাগম শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে মূলীভূত উপাদান শব্দের দ্বিবিধ প্রকারকে স্বীকার করে। একপ্রকার শব্দকে নিমিত্ত বলে মনে করে এবং অন্য প্রকারকে মনে করে শব্দ অর্থের বোধক। অর্থপ্রত্যায়ক শব্দ অভিব্যঙ্গ্য কারণ তা স্ফোটাত্মক। জ্ঞান যেমন নিজেকে প্রকাশিত করে বিষয়কে প্রকাশ করে, অর্থপ্রত্যায়ক শব্দও তেমন নিজ স্বরূপকে প্রকটিত করে অর্থকে অর্থাৎ যা অভিধেয় তাকে প্রকটিত করে। স্ফোটাত্মক শব্দই নিত্য এবং কালাতীত। বুদ্ধি বা ধ্বনিরূপ উপাধিভেদবশতঃ স্ফোটের বিভিন্ন ভেদ কল্পিত হয়। ধ্বনি দু'প্রকারের – প্রাকৃত এবং বৈকৃত। স্থানকরণের অভিঘাত থেকে উৎপন্ন প্রাকৃত ধ্বনি স্ফোটাত্মক শব্দের গ্রহণ বা অভিব্যক্তির কারণ। শব্দের অভিব্যক্তি যাঁরা স্বীকার করেন, তাঁদের মতে, শব্দ নিত্য। শব্দের যতক্ষণ না অভিব্যক্তি ঘটে ততক্ষণ তার উপলব্ধি হয় না।

শব্দব্যবহারের মূলে তিনটি পদার্থ রয়েছে – শব্দ, অর্থ এবং উভয়ের সম্বন্ধ। শব্দ ব্যক্তবাক্ মানুষের সর্বব্যবহারের মূল আবার অব্যক্তবাক মানুষেরও শ্রুতিগোচর হয়ে থাকে। আমরা অচেতন মেঘ, নদী, জড়পদার্থেরও গর্জন উপলব্ধি করে থাকি। লোকব্যবহারে সবকিছুই শব্দরূপে নির্দিষ্ট হয়। কিন্তু কি জাতীয় শব্দের অনুশাসন ব্যাকরণশাস্ত্রে হয়ে থাকে তা বোঝাবার জন্য ভর্তৃহরি বলেছেন –

"দ্বাবুপাদানশব্দেষু শব্দৌ শব্দবিদো বিদুঃ।

---

[৩৮] বা. প. – ১/১

একো নিমিত্তং শব্দানামপরোঽর্থে প্রযুজ্যতে।।"[৩৯]

চেতন মনুষ্য যে ধরণের শব্দ ব্যাবহার করে তাকে উপাদান শব্দ বলে। এ প্রসঙ্গে বৃত্তিকার হরি বৃষভ বলেছেন– 'শব্দশব্দস্য নদীঘোষাদাবপি দর্শনাদবচ্ছিন্নত্তি উপাদান শব্দেষু ইতি উপাদান বাচকঃ।' প্রযোক্তা দ্বারা বিবক্ষিত উপাদান শব্দের উচ্চারণ আপাত দৃষ্টিতে এক ও অভিন্ন রূপে প্রতীত হলেও শব্দবিদ্ বা শব্দতত্ত্বজ্ঞ বৈয়াকরণরা এ স্থলে শব্দের দুটি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করেন। উভয়ের মধ্যে একটি শব্দ ও অপরটি শব্দের নিমিত্ত। দ্বিতীয়টি অর্থের প্রতীতির কারণরূপে স্বীকৃত। বৈয়াকরণ সম্প্রদায়েরও দুইটি শব্দ যথাক্রমে ধ্বনি ও স্ফোটরূপে পারিভাষিক সংজ্ঞার দ্বারা নির্দিষ্ট হয়ে থাকে। ধ্বনি ও স্ফোট ব্যঙ্গও ব্যঞ্জক রূপে লোকব্যবহারে প্রতিভাত হয়। ব্যক্তবাক্ মানুষের ক্ষেত্রে ধ্বনি ও স্ফোট উভয়ই গৃহীত হয় এবং অব্যক্তবাক্ প্রাণীদের ক্ষেত্রে ধ্বনিই শুধুমাত্র গৃহীত হয়ে থাকে। মহাভাষ্যকার 'তপরস্তত্কালস্য'[৪০] – সূত্রের ভাষ্যে এই বিষয়ে একটি বিশেষ কারিকার মাধ্যমে তা ব্যাখ্যাও করেছেন।[৪১] স্থান ও করণের সংঘাতের দ্বারা যে বর্ণের উচারণ হয়ে থাকে সেই বর্ণ ক্ষণিক, ক্রমবিশিষ্ট, অর্থহীন হলেও তার দ্বারা অখণ্ড, নিত্য, অক্রম আন্তর শব্দের বোধ জন্মায় এবং এই নিত্য শব্দই বিবক্ষিত অর্থের বোধগম্যতার প্রতি কারণ হয়ে থাকে। সুতরাং ধ্বনিরূপ যে একপ্রকার শব্দ, সেটি স্ফোট রূপে দ্বিতীয় প্রকার শব্দের কারণ বা নিমিত্ত। পুনরায় দ্বিতীয় প্রকার নিত্য স্ফোটরূপ অর্থের প্রতীতির

---

[৩৯] বা. প. ১/৪৪

[৪০] পা. সূ. ১/১/৭০

[৪১] ধ্বনিঃ স্ফোটশ্চ শব্দানাং ধ্বনিস্তু খলু লক্ষ্যতে।

অল্পো মহাংশ্চ কেষাঞ্চিদুভয়ং তত্স্বভাবতঃ।। ব্যা.মহা.ভা কারিকা (তপরস্তত্কালস্য) পৃ- ৫৬৪

কারণ। কারিকাটির দ্বিতীয়ার্ধের ব্যাখ্যায় ভর্তৃহরি যথাযথভাবে বিষয়টি ফুটিয়ে তুলেছেন।[৪২]

শব্দের নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব বিচারে পরমলঘুমঞ্জূষাকারের মত :

ব্যাকরণদর্শন অনুসারে এই বিশ্বপ্রপঞ্চের প্রধান মূল কারণ হল শব্দ যা স্বয়ং ব্রহ্ম, অখণ্ড, ক্রমরহিত ও স্ফোটাত্মক। এই স্ফোটরূপ শব্দ নিত্য, এক ও অদ্বিতীয় রূপে পরিগণিত। ব্যাকরণের বিভিন্ন দর্শন গ্রন্থগুলিতে স্ফোটের মাহাত্ম্য বিভিন্নভাবে কীর্তিত হয়েছে। এই স্ফোটরূপ শব্দ বিনাশশীল নাদ বা ধ্বনির দ্বারা অভিব্যক্ত হয়ে থাকে। স্ফোটরূপ বুদ্ধিগত শব্দই হল শব্দব্রহ্ম ও একমাত্র পরমার্থতত্ত্ব। পাণিনীয় শিক্ষার অন্যতম পথপ্রদর্শক হলেন নাগেশভট্ট। তিনি বৈয়াকরণভূষণের অনুকরণে বৈয়াকরণসিদ্ধান্তমঞ্জূষা প্রণয়ন করেন। গ্রন্থের রূপ তিনটি যথা – গুরুমঞ্জূষা, লঘুমঞ্জূষা এবং পরমলঘুমঞ্জূষা। পরমলঘুমঞ্জূষার সূচনাতেই বর্ণস্ফোট, পদস্ফোট, বাক্যস্ফোট ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা রয়েছে। মূলতঃ শব্দের নিত্যতা ও অনিত্যতাই হল আমাদের আলোচ্য বিষয়। তবুও বৈয়াকরণমতানুযায়ী শব্দরূপ স্ফোটের ভেদ নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করছি।

---

[৪২] একে নিমিত্ত শব্দানাম্। যদধিষ্ঠানা যদুপাশ্রয়া যদাধারাঃ শ্রুতয়ঃ প্রত্যয্যামর্থে প্রতিপদ্যন্তে তস্য নিমিত্তত্বম্। অপরোঽর্থে। কারণব্যাপারাত্তু প্রতিলব্ধবিক্রিয়াবিশেষঃ শ্রোতানুপাতী প্রকাশকভাবেন নিত্যং প্রত্যাপরতন্ত্রোঽর্থেষু প্রযুজ্যতে। লব্ধানুসংহারো নিমিত্তম্, উপজানিতক্রমস্তু প্রত্যায়ক ইত্যেকে। তস্যাপি ক্রমরূপপ্রত্যয়স্তময়েনৈব প্রতিপত্তৃষু প্রাপ্তসমাবেশস্য প্রত্যায়কত্বমাচক্ষতে। অপর আহ – ক্রমবানক্রমনিমিত্তম্। অক্রমে তু বাগাত্মনি শ্রুত্যর্থশক্তী সংসৃজ্যেতে। বা.প.১/৪৪. স্বোপজ্ঞবৃত্তি।

পঞ্চম অধ্যায়

শব্দের নিত্যত্বানিত্যত্ব বিষয়ে তুলনামূলক আলোচনা

প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষে শব্দতত্ত্ব ও শব্দের স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছে। শব্দ উচ্চারণে প্রবৃত্ত যে কোনও মানুষের প্রথমে উচ্চারণের ইচ্ছা জাগৃত হয়, তারপর সেই ইচ্ছা থেকে প্রযত্নের উত্পত্তি ঘটে। ওইরূপ প্রযত্ন থেকে মূলাধারে প্রাণবায়ুর স্পন্দন জন্মায় এবং স্পন্দনের ফলেই মূলাধারে সূক্ষ্মা পরা বাক্ – এর উত্পত্তি হয়।[৪৩] ঋগ্বেদ-সংহিতাতে শব্দের চারটি অবস্থার উল্লেখ পাওয়া যায়। এই চারটি অবস্থার মধ্যে তিনটি অবস্থাকে সূক্ষ্মরূপে এবং একটিকে স্থূলরূপে বর্ণনা করা হয়। এই তিনটি সূক্ষ্ম অবস্থাকে মানুষ প্রকাশ করতে অক্ষম। শুধুমাত্র চতুর্থ স্থূল অবস্থাকে মানুষ উচ্চারণের দ্বারা প্রকাশ করতে সক্ষম।[৪৪] ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা প্রভৃতি দর্শনে শব্দের ধ্বনিরূপতাই স্বীকৃত হয়েছে। সাংখ্যদর্শনে স্ফোটাত্মক শব্দের উল্লেখ প্রসঙ্গে শব্দের স্ফোটরূপ অস্বীকার করা হয়েছে।[৪৫] মহর্ষি উপবর্ষের মতে, বর্ণগুলিই শব্দ।[৪৬] 'গৌ' পদটি উচ্চারণ করার সময়ে প্রথমে 'গ' বর্ণের উচ্চারণ হয় তার পর 'ঔ' এবং শেষে 't' এর উচ্চারণ হয়ে থাকে। তাই তিনি 'গ' প্রভৃতি বর্ণগুলিকেই শব্দ বলেছেন।

---

[৪৩] ধীতি বা যে অনয়ন্ বাচো অগ্রং মনসা বা যেঽবদন্নৃতানি ।

তৃতীয়েন ব্রহ্মণা বাবৃধানাস্তরীয়েনামন্বত নাম ধেনোঃ ।। অথর্ব সং – ৭।১।১

[৪৪] চত্বারি বাক্ পরিমিতা পদানি, তানিবিদুর্ব্রাহ্মণা যে মণীষিণঃ ।

গুহা ত্রীণি নিহিতা নেঙ্গয়ন্তি, তুরীয়ং বাচো মনুষ্যা বদন্তি।। ঋ. সং – ১।১৬৪।৪৫

[৪৫] প্রতীত্যপ্রতীতিভ্যাং ন স্ফোটাত্মকঃ শব্দঃ । সা দ – ৫ । ৫৭

[৪৬] বর্ণা এব তু শব্দ ইতি ভগবানুপবর্ষঃ । বেদান্ত সূ. ১। ৪। ২৮ শাঙ্করভাষ্য

আচার্য পতঞ্জলি পস্পশাহ্নিকে শব্দ সম্পর্কে বলেন যা উচ্চারণ করলে সাস্নালাঙ্গুলাদি বিশিষ্ট প্রাণিবিশেষের জ্ঞান জন্মায় তাই 'গৌt' শব্দ। এ প্রসঙ্গে তিনি শব্দের স্বরূপ প্রতীত করতে গিয়ে যে লক্ষণটি দিয়েছেন সেটি হল – 'অর্থ প্রতিপাদনে সমর্থ ধ্বনিবিশেষই শব্দ'।[৪৭] এ প্রসঙ্গে তার যুক্তি কোনও ব্যক্তি যখন 'শব্দ করো' বা 'শব্দ কোরো না' এরূপ বলে তখন ধ্বনিকে প্রকাশ করার উদ্দেশ্যই প্রয়োগগুলি করে থাকে। সুতরাং লৌকিক ব্যবহার থেকে জানা যায় যে ধ্বনিবিশেষই শব্দ।[৪৮] আচার্য ভর্তৃহরি শব্দতত্ত্ব সম্পর্কে সুদীর্ঘ আলোচনা করেছেন 'বাক্যপদীয়' গ্রন্থে। তিনি বলেছেন – স্ফোটের সঙ্গে অবিভক্তভাবে ধ্বনির গ্রহণ ঈপ্সিত হয়ে থাকে। স্ফোটবাদীরা শব্দবিষয়ে যে মত পোষণ করেন তা হল – পূর্ব পূর্ব বর্ণোচ্চারণের স্মৃতিসংবলিত চরম বর্ণোচ্চারণই হল 'স্ফোট'। 'গ' প্রভৃতি এক একটি বর্ণের উচ্চারণের পর ঐ সকল বর্ণের একটি স্মৃতি অবশিষ্ট থাকে। এইভাবে পূর্ববর্তী প্রত্যেকটি বর্ণের স্মৃতির সঙ্গে সর্বশেষ বর্ণের উচ্চারণই শব্দ। এই শব্দকেই বৈয়াকরণেরা স্ফোট নামে অভিহিত করেছেন। সাংখ্যমতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ – এই গুণত্রয়ের বিকারই শব্দ। জৈন আচার্যগণের মতে শাব্দপরমাণুসমষ্টি শব্দরূপে আত্মপ্রকাশ করে। বৈশেষিক মতে শব্দ আকাশের গুণ।

এরপর আসা যাক শব্দের নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব প্রসঙ্গ নিয়ে। পূর্বের অধ্যায়গুলিতে দর্শন ও ব্যাকরণ অনুযায়ী শব্দ নিত্য না অনিত্য তা বিবৃত হয়েছে। এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত স্থাপনের জন্য চিন্তার মৌলিকতা, গভীরতা এবং ব্যাপকতার জন্য এই সম্পর্কে একটু

---

[৪৭] প্রতীতপদার্থকো লোকে ধ্বনিঃ শব্দ ইত্যুচ্যতে। ব্যা. মহা. প. ১.১.১ পৃ- ১৯

[৪৮] তদ্ যথা – শব্দং কুরু, মা শব্দং কার্ষীঃ, শব্দকার্য্যযং মানবক ইতি, ধ্বনিং কুর্ব্বন্নেবমুচ্যতে। তস্মাদ্ ধ্বনি শব্দঃ। তদেব।

আলোচনা একান্ত আবশ্যক। বৈয়াকরণেরা শব্দের নিত্যত্ব স্বীকার করেছেন। মহর্ষি পাণিনি 'তদশিষ্যং সংজ্ঞা প্রমাণত্বাত্' (পা. ১। ২। ৫৩) সূত্রের দ্বারা শব্দের নিত্যতাকে স্বীকার করেছেন। বার্ত্তিককার কাত্যায়ন 'সিদ্ধে শব্দার্থ সম্বন্ধে' বার্ত্তিকের দ্বারা শব্দের নিত্যতাকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেছেন। মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি 'নিত্যেষু শব্দেষু কূটস্থৈঃ' প্রভৃতি বাক্য দ্বারা শব্দের নিত্যতাকে প্রতীত করেছেন। এছাড়াও তিনি শব্দ নিত্য না কার্য – এ বিষয়ে সংগ্রহ গ্রন্থে যে বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে তা বলেছেন। উক্ত আকরগ্রন্থে শব্দের নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব প্রসঙ্গে দোষ, গুণ সকল বিষয়ের যে বিচার রয়েছে তাও তিনি উল্লেখ করেছেন।[৪৯] কিন্তু মহর্ষি তাঁর গ্রন্থ মহাভাষ্যে শব্দের নিত্যতা বা অনিত্যতা প্রসঙ্গে তার কী সিদ্ধান্ত সে বিষয়ে কোনও যুক্তি প্রদর্শন করেননি। তিনি বলেছেন শব্দ নিত্য হোক বা কার্য্য উভয়ক্ষেত্রেই ব্যাকরণশাস্ত্র প্রণয়নের একটি আবশ্যকতা আছে।[৫০] আচার্য ভর্তৃহরি ত্রিমুনি মতামতকে প্রাধান্য দিয়ে শব্দের নিত্যতার স্বপক্ষে নানাবিধ যুক্তি প্রদর্শন করেছেন। তাঁর রচিত 'বাক্যপদীয়' গ্রন্থে প্রথমেই তিনি শব্দের ব্রহ্মত্ব আলোচনায় তত্পর হয়েছেন। তিনি বলেছেন শব্দব্রহ্মের উত্পত্তি ও বিনাশবিহীন। উত্পত্তি ও বিনাশশীল না হওয়ায় শব্দের নিত্যতাকেই তিনি প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্ঠা করেছেন। শব্দব্যক্তির নিত্যতা বা ব্রহ্মতাকে তিনি স্বীকার করেননি, উপরন্তু শব্দজাতির নিত্যতাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। ভর্তৃহরি শব্দের বাস্তব নিত্যতাকে উপেক্ষা করেছেন, যদি তা না করতেন তাহলে তিনি শব্দব্যক্তির ব্রহ্মত্ব বা নিত্যত্ব স্বীকার করতেন। শব্দের ব্যাবহারিক নিত্যতাকেই তিনি সঠিক বলে মনে করেছেন। শব্দ প্রধানতঃ নিত্য বা অনিত্য যাই হোক না কেন

[৪৯] তত্রোক্তা দোষাঃ প্রয়োজনান্যপ্যুক্তানি। ব্যা. মহা. প. ১.১.১ পৃ- ৫৮

[৫০] তত্র ত্বেষ নির্ণয়। যদ্যেবং নিত্যঃ, তথাপি কার্য্যঃ, উভয়থাপি লক্ষণং প্রবর্ত্ত্যমিতি। তদেব

প্রাণিজগতের ক্ষেত্রে যেরূপ ব্যাবহারিক নিত্যতা স্বীকৃত হয়, শব্দেরও সেরূপ ব্যাবহারিক নিত্যতা অবশ্য স্বীকার্য। বৈয়াকরণ আচার্য্যগণ নিত্যতাকে বাস্তব অর্থে গ্রহণ করেননি তারা পুনঃ পুনঃ শব্দের নিত্যতাকে ঘোষণা করেছেন। বৈয়াকরণ নাগেশ ভট্ট শব্দের ব্যাবহারিক নিত্যতাকেই সমর্থন করেছেন। শব্দার্থের তাদাত্ম্যসম্বন্ধ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, শব্দ ও অর্থ বস্তুতঃ ভিন্ন, কিন্তু ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও তারা অভিন্নবত্ প্রতীত হয়ে থাকে। অভিন্নবত্ প্রতীতিই হল তাদাত্ম্য। শব্দার্থের এই সম্বন্ধ পূর্বেই বৈয়াকরণেরা নিত্য বলে প্রতিপন্ন করেছেন। অতএব শব্দ, অর্থ ও উভয়ের সম্বন্ধ নিত্য হওয়ায় শব্দ নিত্য হিসেবেই বৈয়াকরণদের দ্বারা চিহ্নিত হয়ে থাকে। মীমাংসকগণ বলেছেন – কণ্ঠ, তালু প্রভৃতির সংযোগের ফলে পূর্ব থেকে অবস্থিত শব্দ অভিব্যক্তি লাভ করে। উচারণের পূর্বে শব্দ অবস্থিত – এটি স্বীকার করে নিলে, শব্দের অবস্থান ঠিক কোথায় একথা বলাটাও প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে মীমাংসকগণ উল্লেখ করেন যে নিত্য পদার্থ আকাশে শব্দ সমবায় সম্বন্ধে বর্তমান থাকে। কিন্তু শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণে আকাশকে অনিত্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে। মীমাংসকেরা শ্রুতিসমূহকে অভ্রান্ত অপৌরুষেয় বাক্য বলে স্বীকার করেন তাই আকাশের অনিত্যতা সম্বন্ধীয় শ্রুতিকে তাঁরা অস্বীকার করতে পারেন না। অতএব শ্রুতিতে যে শব্দকে অক্ষর বা ব্রহ্ম বলে যে স্বীকার করা হয়েছে তা শুধুমাত্র শব্দের ব্যবহারিক নিত্যতা স্বীকারের ফলেই সম্ভব। তাই মীমাংসকগণও শব্দের ব্যবহারিক নিত্যতাকে মেনে নিয়েছেন। শব্দ যখন সূক্ষ্ম অবস্থায় আকাশে বিলীন হয়ে থাকে তখন তাকে আমরা শব্দ বলি না। কেবলমাত্র যখন তা আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয় গোচর হয তখনই তাকে আমরা শব্দ হিসেবে ধরি। শ্রবণেন্দ্রিয় গ্রাহ্য একটি শব্দ একটি সময়ে সর্বপ্রথম উচ্চারিত হয়েছিল – একথা আমাদের স্বীকার করতে হবে। এই প্রথম উচ্চারণে পূর্বস্থিত

শব্দের প্রকাশ করার কোন প্রশ্ন থাকে না। তাই, প্রথম উচ্চারণের স্থান ও কাল সম্বন্ধে কোন প্রমাণ না থাকায শব্দের ব্যাবহারিক নিত্যতাকেই স্বীকার করে নিতে হবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

উপসংহার

ভারতীয় আস্তিক দার্শনিকগণের চিন্তনশীলতা, মনীষা ও প্রজ্ঞা বর্তমান কালে অগ্রগতির যে চরম পরিণতি লাভ করেছে তার মূলে আছে, অনাদি পরম্পরাগত নিত্য জ্ঞানময় বেদ। বেদের মুখ্য বেদাঙ্গ ব্যাকরণকে আমরা শব্দানুশাসন নামে পরিচিতি লাভ করে থাকি। এই শব্দানুশাসনের মূল বিষয় শব্দ। শব্দাদ্বৈতবাদী বৈয়াকরণগণের মতে সমস্ত লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহারের পরম উপজীব্য হল শব্দ। শব্দকে আশ্রয় করেই মানবীয় মেধা ও সাধনা রূপান্তরিত হয়েছে শব্দাত্মক বিভিন্ন শাস্ত্রে। শব্দ ব্যতীত জগতের অস্তিত্ব অকল্পনীয়। কাব্যতত্ত্ববিদ্ দণ্ডী বলেছেন-

ইদমন্ধতমঃ কৃত্স্নং জায়েত ভুবনত্রয়ম্।

যদি শব্দাহ্বয়ং জ্যোতিরাসংসারং ন দীপ্যতে।। (কাব্যা. ১/৪)

বৈয়াকরণগণ স্ফোটাত্মক শব্দব্রহ্মকে স্বীকার করেছেন। তাঁদের মতে শব্দব্রহ্মরূপ পরমতত্ত্ব বাগাত্মক। এই বাক্তত্ত্ব ক্রমবর্জিত অখণ্ড, অদ্বিতীয় এবং চৈতন্যস্বরূপ। এই শব্দব্রহ্ম অনাদিনিধন অক্ষর, জগত্কারণ, নিত্য ও চৈতন্যময়। উক্ত শব্দের অভিব্যক্তি যারা স্বীকার করেন তাঁদের মতে শব্দ নিত্য। অবশ্য যতক্ষণ না শব্দের অভিব্যক্তি ঘটে ততক্ষণ তার উপলব্ধি হয় না।

বৈয়াকরণ ও মীমাংসকগণ শব্দের অভিব্যক্তিবাদ স্বীকার করলেও নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকগণ শব্দের উত্পত্তিবাদ সমর্থন করেন। বৈয়াকরণ ও মীমাংসকগণ শব্দনিত্যত্ববাদী পক্ষান্তরে নৈয়ায়িকগণ শব্দের অনিত্যত্ববাদী। শব্দনিত্যতাবাদীদের মতে,

কণ্ঠতাল্বাদিস্থান এবং করণের অভিঘাতের দ্বারা উত্পন্ন ধ্বনিসমূহ অনিত্য ও অর্থের অবাচক হলেও ধ্বনি দ্বারা অভিব্যক্ত বর্ণস্ফোট, পদস্ফোট বা বাক্যস্ফোট নিত্যার্থের বোধক। কিন্তু শব্দের অনিত্যত্ববাদীদের অভিমত সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁরা মনে করেন স্থান করণের সংযোগ বিভাগের ফলে উত্পন্ন শব্দ (স্ফোট) থেকে অব্যবহিত উত্তরক্ষণে বীচিতরঙ্গ ন্যায়ে ক্রমশ অপচীয়মানে যে শব্দসন্তানের উত্পত্তি হয় যেগুলি শব্দজ শব্দ বা ধ্বনি নামে অভিহিত। ব্যাকরণাগম শব্দব্যবহারের মূলীভূত উপাদান শব্দের দ্বিবিধতা স্বীকার করে। এক প্রকার শব্দ নিমিত্ত এবং অন্য প্রকার শব্দ অর্থের বোধক অর্থ প্রত্যায়ক শব্দ স্ফোটাত্মক এবং তা অভিব্যঙ্গ্য। অপরপক্ষে স্ফোটের অভিব্যঞ্জক শব্দ নাদরূপ বৈখরী ধ্বনি হল তার নিমিত্ত। জ্ঞান যেমন নিজেকে প্রকাশিত করে বিষয়কে প্রকাশ করে, অর্থপ্রত্যায়ক শব্দও তেমনই নিজস্বরূপকে প্রকটিত করে, অভিধেয়কে অর্থাত্ অর্থকে প্রকাশিত করে। সাধারণত পূর্বেই আমরা জেনেছি শব্দের দুটি রূপ একটি হল ধ্বনি এবং অপরটি স্ফোট। স্ফোটাত্মক শব্দই নিত্য ও কালাতীত। তবে বুদ্ধি বা ধ্বনিরূপ উপাধিভেদবশতঃ স্ফোটের দেবতাদিভেদ কল্পিত। এই স্ফোটরূপ শব্দ নিত্য না অনিত্য তা হল বর্তমান গবেষণা-সন্দর্ভের আলোচিত বিষয়। ন্যায়, মীমাংসা ও ব্যাকরণদর্শনে কীভাবে কখনও শব্দকে নিত্য বা কখনও শব্দকে অনিত্য বলা হয়েছে তা গবেষণাসন্দর্ভে তুলে ধরা হয়েছে।

নৈয়ায়িকগণ শব্দের অনিত্যত্বকে স্বীকৃতি দিলেও পূর্বমীমাংসা দর্শনে শব্দের নিত্যত্বকে স্বীকার করে শব্দময় মন্ত্রকেই শরীররূপে কল্পনা করেছে। শব্দের ব্রহ্মত্বস্বীকারে পূর্বমীমাংসা দর্শনের কোনও আপত্তিই আমাদের চোখে পড়ে না। ভর্তৃহরির মতে শব্দতত্ত্ব অয়নাদি নিধন, ব্রহ্ম, অক্ষর, এই শব্দতত্ত্বই অর্থরূপে বিবর্ত্তিত হয়। তিনি যে ব্রহ্মের সঙ্গে

শব্দের অভিন্নতা প্রতিপাদনের মাধ্যমে শব্দের নিত্যত্বকেই তুলে ধরেছেন তা এই গবেষণা সন্দর্ভটি আলোচনা কালে আমরা পেয়েছি। শব্দের নিত্যতা আলোচনাকালে শব্দজাতির ব্রহ্মত্বকেই তিনি স্বীকার করেছেন। এছাড়াও শব্দের সূক্ষ্মতম অবস্থাকে ভর্ত্তৃহরি প্রভৃতি ব্যাকরণবিদেরা 'পরা বাক্' নামে অভিহিত করেছেন। এই পরাবাক্‌কেই তাঁরা অবাঙ্‌মনসো'গোচর, অনাদিনিধন, নিত্য শব্দব্রহ্ম বলে মনে করেন। সূক্ষ্মতম অবস্থায় সকল শব্দই একরূপে অবস্থান করায় শব্দের সর্বরূপগ্রাহ্যতাকেও তাঁরা স্বীকার করে নিয়েছেন। শব্দের চারটি অবস্থার মধ্যে কেবলমাত্র পরানাম্নী শব্দের সূক্ষ্মতম অবস্থাটির মধ্যে যে নিত্যতা গুণ বিরাজিত তা গবেষণাসন্দর্ভটি আলোচনাকালে উপলব্ধি করে থাকি। শব্দব্রহ্মের নিত্যত্ব স্বীকৃত হলেও শব্দ যদি অর্থের আকার লাভ করে তাহলে রূপ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার নিত্যত্বও ব্যাহত হতে পারে। কিন্তু বৈয়াকরণেরা মনে করেন শব্দ ও অর্থ উভয়েই নিত্য। নিত্য বস্তু সর্বদাই এক অবস্থায় থাকে, তাদের রূপান্তরপ্রাপ্তি অসম্ভব। এ প্রসঙ্গে বলা চলে, বৈয়াকরণেরা শব্দ ও অর্থের ব্যাবহারিক নিত্যতাই স্বীকার করেছেন, বাস্তব নিত্যতা নয়।

গবেষণাসন্দর্ভটির বিষয় পর্যালোচনায় দেখা যায় ভর্ত্তৃহরি প্রমুখ বৈয়াকরণগণ শব্দ ও অর্থের কার্য্যকারণভাব স্বীকার করেছেন। বাক্যপদীয় গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে সম্বন্ধসমুদ্দেশ প্রকরণে তিনি স্পষ্টভাবে তা ব্যক্ত করেছেন।

তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী শব্দ দ্বারা অর্থ উত্পন্ন হয়, সুতরাং শব্দ অর্থের কারণ। আবার বুদ্ধিস্থিত অর্থ থেকে শব্দের প্রতীতি হওয়ায় অর্থকেও শব্দের কারণ বলা যেতে পারে। উপরিউক্ত এই যুক্তিটি স্বীকার করে নিলে শব্দ ও অর্থ উভয়েই অনিত্য হয়ে পড়ে। তবে

তিনি স্ফোটাত্মক শব্দকে অর্থের কারণ বলেননি ধ্বন্যাত্মক শব্দকেই কারণরূপে বর্ণনা করেছেন। এই স্ফোটাত্মক শব্দের নিত্যতাকেই বর্তমান গবেষণাসন্দর্ভে তুলে ধরা হয়েছে। প্রাণিজগতে যেরূপ ব্যাবহারিক নিত্যতা স্বীকার্য্য, শব্দেরও সেইরূপ ব্যাবহারিক নিত্যতা স্বীকার্য। প্রাণিজগতে যেমন আদি বিড়াল বা আদি গরুর সৃষ্টিকালের কোনও সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া যায় না বা অন্তিম বিড়াল ও অন্তিম গরুর অন্তিম সময়ের কখন আগমন ঘটবে তা কেউই বলতে পারে না, ঠিক তেমনই জড়পদার্থ থেকে উদ্ভূত মেঘগর্জন প্রভৃতি শব্দের আদি অন্তও নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়। এইরকম কথা চিন্তা করেই বৈয়াকরণ, মীমাংসক তথা প্রাচীন আর্য ঋষিগণও শব্দের ব্যাবহারিক নিত্যতাকেই স্বীকার করেছেন। শব্দ ও অর্থ বস্তুত ভিন্ন। উভয়ের ভিন্নত্ব প্রতিপাদিত হওয়া সত্ত্বেও তারা অভিন্নবত্ প্রতীত হয়ে থাকে। এই প্রতীতিকেই বলা হয় তাদাত্ম্য। বৈয়াকরণেরা শব্দ ও অর্থ ও তাদের মধ্যে তাদাত্ম্য সম্বন্ধ - প্রত্যেককেই নিত্য বলে স্বীকার করেছেন। ত্রিমুনি সম্মত এই নিত্যতা বাস্তব নিত্যতা নয়, এটি ব্যবহারিক নিত্যতা রূপে স্বীকার্য।

ন্যায়দর্শন, মীমাংসাদর্শন ও ব্যাকরণদর্শনের আলোকে শব্দের নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব বিষয়ক বর্তমান গবেষণাসন্দর্ভটির পর্যালোচনা এখানেই সমাপ্ত করা হল। এখন এই গবেষণাকর্মটির সামগ্রিক মূল্যায়নের জন্যে সম্মাননীয় বিদ্বজ্জনের নিকট সবিনয়ে সমর্পণ করা হল।

গ্রন্থপঞ্জি

Primary Source:

অন্নংভট্ট। *তর্কসংগ্রহ*। সম্পা. পঞ্চানন শাস্ত্রী। কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সি, ১৩৯৮।

কুমারিল ভট্ট। *মীমাংসাশ্লোকবার্ত্তিকম্*। সম্পা. বিজয় শর্মা, বারাণসী: ভারতীয় বিদ্যা-সংস্থান, ২০০২ (প্রথম সংস্করণ)।

কুমারিলভট্ট। *মীমাংসাশ্লোকবার্তিকম্*। সম্পা. দুর্গাধর ঝা। দারভাঙা: কামেশ্বর সিংহ দারভাঙা সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৯।

গৌতম। *ন্যায়দর্শন* (১-৫)। সম্পা. পণ্ডিত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৯ দ্বিতীয় প্রকাশ।

জয়ন্ত। *ন্যায়মঞ্জরী* (তিনখণ্ড)। সম্পা. গৌরীনাথ শাস্ত্রী। বারাণসী: সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮২।

জয়ন্ত। *ন্যায়মঞ্জরী* (প্রথমো ভাগঃ)। সম্পা. কিশোর নাথ ঝা। ইলাহাবাদ: একাডেমী প্রেস, ২০০১ (প্রথম সংস্করণ)।

জৈমিনি। *মীমাংসা-দর্শন* (১-২ খণ্ড)। সম্পা. ভূতনাথ সপ্ততীর্থ। কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো, ১৪২৬ (পুনর্মুদ্রণ)।

তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণম্ (সায়ণাচার্য বিরচিত ভাষ্যসহিতম্)। সম্পা. আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ। কলকাতা: ১৮৭৪।

তৈত্তিরীয়-সংহিতা/ দামোদরসূনু সাতবলেকর কুলজ। মুম্বাই: ভারত মুদ্রণালয়ম্, স্বাধ্যায়-মণ্ডলম্, ১৮৬৪।

নাগেশভট্ট। *পরমলঘুমঞ্জূষা*। সম্পা. অমলদেব শর্মা। বারাণসী: অমরভারতী প্রকাশনী, ১৯৮১।

নাগেশভট্ট। *পরমলঘুমঞ্জূষা*। সম্পা. বিজয়া গোস্বামী। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০২২ (পুনর্মুদ্রণ) ।

নাগেশভট্ট। *পরমলঘুমঞ্জূষা*। সম্পা. আচার্য লোকমণি দাহাল, বারাণসী: চৌখম্বা সুরভারতী প্রকাশন, ২০০৯ (পুনর্মুদ্রণ)।

পতঞ্জলি। *ব্যাকরণ-মহাভাষ্য*। সম্পা. দণ্ডিস্বামী দামোদরাশ্রম। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০২২ (পুনর্মুদ্রণ)।

পতঞ্জলি। *ব্যাকরণ-মহাভাষ্যম্*। সম্পা. ভার্গবশাস্ত্রী, ভিকাজী কজোশী। দিল্লী: চৌখাম্বা সংস্কৃত প্রতিষ্ঠান, ২০১১ (পুনর্মুদ্রণ)।

পতঞ্জলি। *মহাভাষ্যম্* (পস্পশাহ্নিক)। সম্পা. গঙ্গাধর কর ন্যায়াচার্য। কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০০২।

পতঞ্জলি। *পাণিনীয় মহাভাষ্য*। অনু. মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী। কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০১৮।

পাণিনি। *দ্য অষ্টাধ্যায়ী অফ্ পাণিনি* (দুইখণ্ড)। সম্পা. মোতিলাল বেনারসি দাস, শ্রীশ চন্দ্র বসু, দিল্লি: ১৯৮০ ।

পাণিনি। *অষ্টাধ্যায়ী*। সম্পা. তপনশঙ্কর ভট্টাচার্য্য (সম্পা.) কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো, মুদ্রণ ২০০৪ ।

ব্যাস। *মহাভারতম্*। সম্পা. হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ। কলকাতা: বিশ্ববাণী প্রকাশনী, দ্বিতীয় সংস্করণ।

বিশ্বনাথ। *ভাষাপরিচ্ছেদঃ* (ন্যায়সিদ্ধান্তমুক্তাবলীসহিতা)। সম্পা. পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রী, কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ ।

বিজ্ঞানভিক্ষু। *সাংখ্যসূত্রম্*। সম্পা. শ্রীরামশঙ্কর ভট্টাচার্য। বারাণসী: ভারতীয় বিদ্যা প্রকাশন, ২০২২ ।

বিষ্ণুগুপ্ত। *কৌটিলীয়ম্ অর্থশাস্ত্রম্*। সম্পা. বিশ্বনাথ শাস্ত্রী। বারাণসী। সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯১ প্রথম সংস্করণ।

বেদব্যাস। *বেদান্তদর্শন* (ব্রহ্মসূত্র)। সম্পা. হরিকৃষ্ণাদাস গোয়ন্দকা। গোরক্ষপুর, গীতাপ্রেস ।

বেদান্তদর্শন। সম্পা. দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ। কলকাতা: নীরদচন্দ্র মজুমদার বি. পি. এম. প্রেস, ১৩৭৬ ।

ব্রহ্মসূত্রশাঙ্করভাষ্যম্ । সম্পা. স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী। দিল্লী: চৌখাম্বা সংস্কৃত প্রতিষ্ঠান, ২০১৩ (পুনর্মুদ্রণ) ।

ভট্টাচার্য্য। তপনশঙ্কর (সম্পা.) *পাতঞ্জলানাং শব্দার্থচিন্তা*। কলকাতা। সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০০৫ (প্রথম প্রকাশ)।

Secondary Source:

অমরকোষ। সম্পা. হরগোবিন্দ শাস্ত্রী, বারাণসী: চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ, ১৯৭৮ চতুর্থ সংস্করণ।

কর, গঙ্গাধর। *শব্দার্থ-সম্বন্ধ সমীক্ষা*। কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সি, ২০১৫ (পুনর্মুদ্রণ)।

চক্রবর্তী, সত্যজ্যোতি। *সায়ণ-মাধবীয় সর্বদর্শনসংগ্রহ* (১-২ খণ্ড)। সাহিত্যশ্রী, ২০২২।

চক্রবর্তী, সত্যনারায়ণ। *পাণিনীয় শব্দশাস্ত্র*। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, মু. ২০০৩।

ভট্টাচার্য্য, সুখময়। *পূর্বমীমাংসা দর্শনম্*। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২০০৬ (পুনর্মুদ্রণ)।

ভট্টাচার্য্য, অমিত। *ভারতীয় দর্শনের রূপরেখা*। কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০১৬ (পুনর্মুদ্রণ)।

ভট্টাচার্য্য, সমরেন্দ্র। *ভারতীয় দর্শন*। কলকাতা: বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১০ (পুনর্মুদ্রণ)।

Web links:

https://archive.org.accessed on 10.12.2020

https://www.granthasanjeevani.com accessed on 15.02.2021

https://epustakalay.com accessed on 22.03.2021

https://epgp.inflibnet.ac.in accessed on 24.03.2023

https://sanskritdocuments.org accessed on 18.06.2024

Countersigned by the Supervisor:

Dated:

Signature of the Candidate:

Dated:

.....